# জাতীয় সংহতি ও উন্নয়নের আন্তরিক আহ্বান

হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ (রাহে.)
নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলীফা

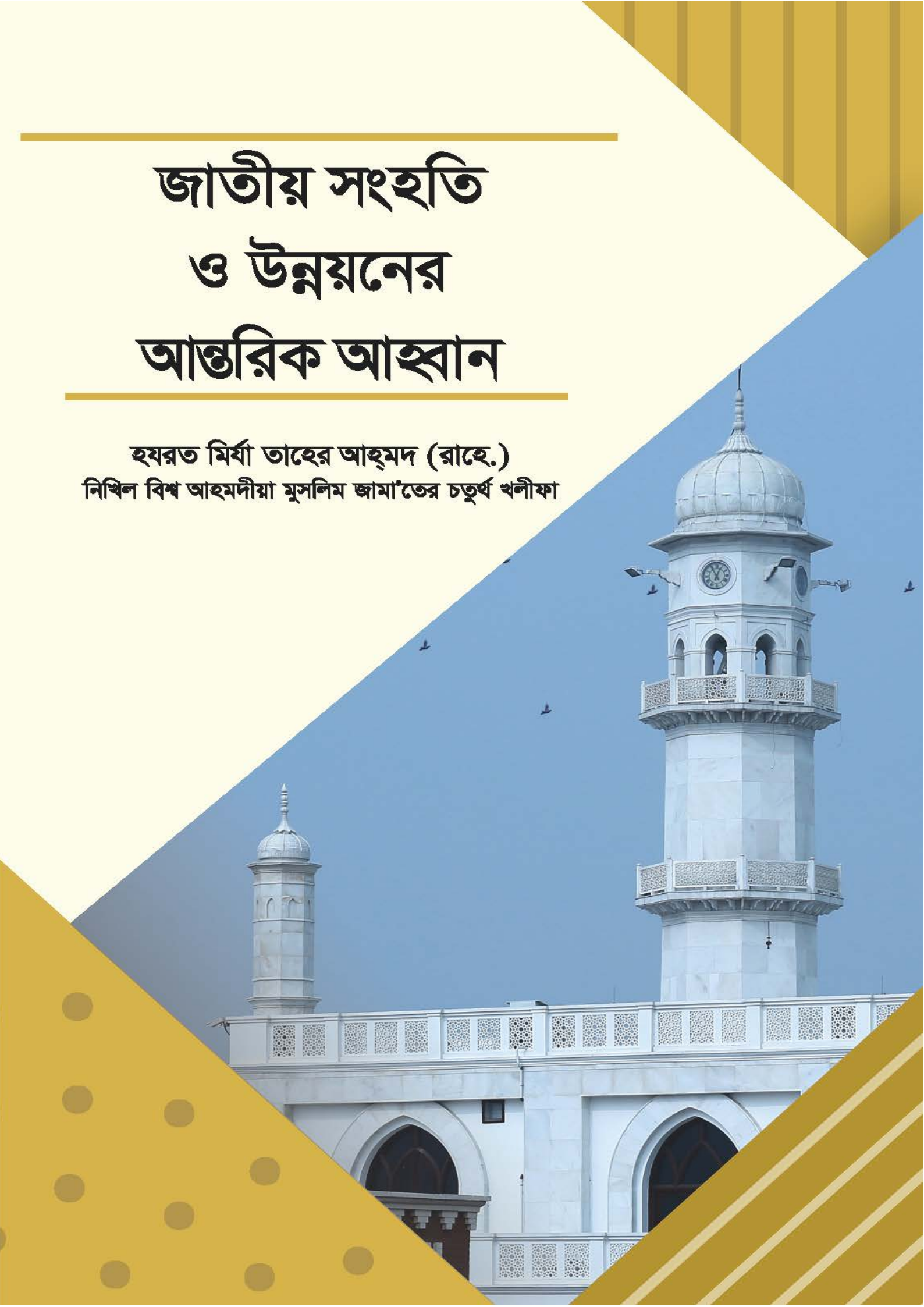

# জাতীয় সংহতি
# ও
# উন্নয়নের
# আন্তরিক আহ্বান

হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

প্রকাশক ঃ
নাযারত নশর ও এশায়াত; কাদিয়ান

# জাতীয় সংহতি ও উন্নয়নের আন্তরিক আহ্বান


| | | |
|---|---|---|
| লেখকের নাম | ঃ | হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ<br>খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) |
| অনুবাদক | ঃ | জাহিরুল হাসান, ইনচার্য বাংলা ডেস্ক, কাদিয়ান |
| ১ম সংস্করণ | ঃ | মার্চ, ২০২৪ (ভারত) |
| সংখ্যা | ঃ | ৫০০ |
| প্রকাশক | ঃ | নাযারত নশর ও এশায়াত; সদর আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়া, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পঞ্জাব |
| মূদ্রণে | ঃ | ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পঞ্জাব |


Jatiyo Sanhati o Unnoyoner Antorik Ahban

*Bengali translation of book*

Ittehad aur Quomi taraqqi ke liye Purkhuloos Dawat


| | | |
|---|---|---|
| Author | : | Hazrat Mirza Tahir Ahmad [RH]<br>Khalifatul Masih IV |
| Translator | : | Jahirul Hassan, Incharge Bangla Desk<br>Qadian |
| 1st Edition | : | March, 2024 (India) |
| Copies | : | 500 |
| Published by | : | Nazarat Nashr-o-Ishaat<br>Sadr Anjuman Ahmadiyya,<br>Qadian, Gurdaspur, Punjab |
| Printed at | : | Fazle Umar Printing Press,<br>Qadian, Gurdaspur, Punjab |

بسم الله الرحمن الرحيم

# প্রকাশকের নিবেদন

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল্ মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) এর নির্দেশনায় মজলিসে শুরা ভারত ২০১৭ অনুমোদিত প্রস্তাবনা অনুযায়ী ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৯১ তারিখে কাদিয়ানের শতবার্ষিকী জলসা সালানা উপলক্ষ্যে সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ ও ঐতিহাসিক সমাপনী ভাষণটি একটি পুস্তিকা আকারে প্রস্তুত ও প্রকাশ করা হচ্ছে।

এই ভাষণে সৈয়্যদনা হযরত আকদাস আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) জাতীয় ঐক্য ও শান্তির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন যাতে আমাদের দেশে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ এই অমূল্য পরামর্শ অনুসরণ করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।

মজলিসে শুরার প্রস্তাবনা অনুযায়ী এই পুস্তিকাটি প্রকাশের পাশাপাশি ভারতবর্ষের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায়ও এর অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে এবং এ পর্যন্ত বহু ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় পুস্তিকাটির অনুবাদ করেছেন জনাব জাহিরুল হাসান, ইনচার্য বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান। কম্পোজ করেছেন মোকররমা বুশরা হামীদ সাহেবা। প্রুফ রিডিং ও রিভিউ করেছেন যথাক্রমে মোকররমা কানিয ফাতেমা সাহেবা, সাজিদা খাতুন সাহেবা, জনাব সেখ মোহাম্মদ আলী সাহেব সেক্রেটারী এশায়া'ত কমিটি পশ্চিমবঙ্গ এবং জনাব আবু তাহের মন্ডল সাহেব সদর রিভিউ কমিটি বাংলা।

আল্লাহ্ তাআলা এই পুস্তিকাটিকে সর্বক্ষেত্রে কল্যাণময় করে তুলুন। আমিন।

বিনীত

মার্চ, ২০২৪ ইং

হাফিয মখদুম শরীফ
নাযির নশর ও এশায়াত কাদিয়ান

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

# জাতীয় সংহতি ও উন্নয়নের আন্তরিক আহ্বান

## সৈয়্যদনা হযরত আকদস আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-কর্তৃক

শতবার্ষিকী জলসা সালানা কাদিয়ান

২৮ ডিসেম্বর ১৯৯১ উপলক্ষ্যে প্রদত্ত

## জ্ঞানগর্ভ ঐতিহাসিক সমাপনী ভাষণ

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (রাহে.) বলেন ঃ

আল্লাহ্ তাআলার অশেষ করুণা যে খুবই মনোরম ও আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ পরিবেশ এবং ঈমান উদ্দীপক দৃশ্যাবলীর সাথে এই জলসা সালানা যা বিশেষ একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বহন করে, তার সমাপনী মুহূর্তের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই জলসা বিভিন্ন আঙ্গিকে ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। শতবর্ষের পর আগত প্রথম জলসা পরবর্তী প্রতিটি শতবার্ষিকী জলসা অপেক্ষা একটি বিশেষ তাৎপর্যের অধিকারী। এটি সেই জলসাও, যেখানে দীর্ঘ ৪৪ বছরের ব্যবধানের পর পঁয়তাল্লিশতম বছরে হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-র খলিফা স্বয়ং উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। এটি সেই জলসা যেখানে ভারতবর্ষের জামা'তগুলি এত বেশি পরিমাণে

অংশগ্রহণ করেছে যে জলসা সালানার বিগত শত বছরের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত সেসব প্রদেশ ও দূর-দূরান্তের অঞ্চলগুলি থেকে জামা'ত এত বেশি সংখ্যায় কখনও অংশগ্রহণ করেনি।

কাশ্মীর থেকেও আশ্চর্যজনকভাবে ধারণাতীত অতিথিরা এসেছেন। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী যখন আমি কাশ্মীর থেকে আগত ব্যবস্থাপকদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তারা জানিয়েছিল প্রায় তিন হাজার নিষ্ঠাবান কাশ্মীরি আহ্‌মদী এখানে পৌঁছে গেছেন। উড়িষ্যা অনেক দূরের একটি রাজ্য। সেখান থেকে এখানে আসতে তিন দিন তিন রাতের কঠিন পথ অতিক্রম করতে হয়। অসংখ্য গরীব জামা'ত সেখানে বিদ্যমান। গরীব ঠিকই কিন্তু ক্ষমতা ও সাধ্যানুযায়ী নিয়মিত চাঁদা প্রদানকারী জামা'ত এসব। সেখানকার আবহাওয়া অধিকাংশ সময় উষ্ণ থাকে কিংবা অপেক্ষাকৃত কম গরম থাকে, মোটকথা ঠাণ্ডা পড়ে না। তা সত্ত্বেও এই ভয়ংকর ঠাণ্ডার সময়ে কষ্ট সহ্য করে এত অধিক সংখ্যায় বন্ধুরা এবং মহিলারা এখানে পৌঁছেছেন যে যখন আমি আমার বৈঠকে তাদের কাছে জানতে চাই যে আপনাদের মধ্যে এরকম কতজন আছেন যাদের ইতিপূর্বে কাদিয়ানে আসার সৌভাগ্য হয়নি– আমি আশ্চর্য হই দেখে যে তাদের অধিকাংশই ইতিপূর্বে কখনও কাদিয়ানে আসতে পারেননি। এদিক থেকেও এই জলসা প্রভূত কল্যাণ বহনকারী। কিন্তু এসব এখন বর্ণনা করার জন্য আমি দন্ডায়মান হইনি। কথা প্রসঙ্গে উল্লেখ করলাম মাত্র। মূল বিষয়ের দিকে যাওয়ার আগে এটা বলা প্রয়োজন মনে করি যে জলসা সালানার এই অসাধারণ সফলতার পিছনে কাদিয়ানের অমুসলিম জনগণের সাহায্য ও সমর্থন এবং তাদের নিষ্ঠাপূর্ণ আন্তরিক ভালবাসার উল্লেখ অনস্বীকার্য। আমার ধারণাই ছিল না যে, দেশভাগের পর এখানে বসবাসকারীরা এতটা

উন্মুক্ত হৃদয়ে নিষ্ঠার সাথে তাদের প্রসারিত বক্ষে আমাদের অভ্যর্থনা জানাবে আর ভালোবাসার এমন বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। জলসার সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, যখন ঘরের সমস্যা উদ্ভূত হয়, যেহেতু দরবেশদের সংখ্যা এখানে খুবই নগণ্য, অপরদিকে জলসায় যোগদানকারীদের সংখ্যা ধারণাতীতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, গতকালই উপস্থিতির যে সংখ্যাটা বাইস হাজার অতিক্রম করে ছিল, তাদের ধারণা ছিল অভ্যাগতের সংখ্যা সর্বমোট তের হাজারের মতো হতে পারে, অথচ শুধুমাত্র জলসাগাহ্'রই গণনা বাইস হাজারেরও বেশী। তার মানে এর থেকেও বেশী সংখ্যক পুরুষ এবং মহিলা এখানে উপস্থিত আছেন। অনেকে আবার ব্যক্তিগত কাজকর্মে ব্যস্ত থাকার জন্য জলসায় উপস্থিত হতে পারেন না। যাই হোক, তখন তিনি (সচিব জলসা সালানা) বলেন যে এটা জানার পর কাদিয়ানের অনেক শিখ বন্ধুরা এগিয়ে আসেন এবং ধর্মীয় বৈপরীত্য এবং পাকিস্তানের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হওয়া সত্ত্বেও অনেক জোরাজুরি করে আমাদের অতিথিদেরকে খুবই সম্মান ও ভালবাসার সাথে আপন আপন বাড়িতে নিয়ে যান। যেমনটা অতীতে কাদিয়ানের বিভিন্ন মহল্লায় বেশির ভাগ অতিথিদের স্থান সঙ্কুলানের ব্যবস্থা হত। এবারও বাইরে থেকে আগত মেহমানদের সঙ্গে সে যে দেশ থেকেই আগত হোক না, তাঁরা খুবই আন্তরিকতা এবং প্রেম-প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা এদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

মানবতা হল ধর্মের প্রথম পর্যায়। যদি মানবতা লাভ হয় তবে খোদার দিকে অগ্রসর হওয়ার অবশিষ্ট পথের অতিক্রমণও সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। আর যারা খোদাতাআলার নির্দেশিত পথে চলে স্বভাবতই তারা মানবতা লাভ করে থাকে। খোদার নৈকট্য লাভের সাথে সাথে

তাদের হৃদয়ে মানবীয় মূল্যবোধ ও চেতনা জাগ্রত হয়। এই দুটি জিনিস পরস্পরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাই এই দিক থেকে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি যে ধর্মীয় বৈপরীত্য তার নিজের জায়গায় কিন্তু আমাদের এখানে মানবীয় মূল্যবোধকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। আর এই দীপবর্তিকাকে ভাস্বর রাখার মানুষও বিদ্যমান। আল্লাহ্ তাআলা তাদের হৃদয়কেও উদ্ভাসিত করুন আর তাদের মননেও জ্যোতি প্রজ্জ্বলিত করুন, যেন এক শাশ্বত খোদার প্রেমে বিভোর হয়ে প্রত্যেক সেই পথ তারা অবলম্বন করতে সক্ষম হয় যা পরিশেষে খোদাতাআলা অবধি তাদের পৌঁছে দিতে সহায়ক হবে।

এখন আমি আপনাদের দৃষ্টি এই বিষয়ের প্রতি আকর্ষিত করতে চাই যে, খুবই দ্রুততার সাথে এ বিশ্বে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। পৃথিবীর রূপরেখা ক্রমশঃ বদলে যাচ্ছে। এ বিষয়ে আমি জলসা সালানার প্রথম বক্তৃতায় একটা পর্যায় অবধি আলোকপাত করেছি। এখন এর বিস্তারিত বিষয়ের দিকে যেতে চাই না। কিন্তু এটা বলা জরুরী যে, এই বিবর্তনের সঙ্গে জামা'ত আহ্মদীয়ার সম্পর্ক গভীর ভাবে বিদ্যমান।

রুশ বিপ্লব পৃথিবীতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এটি পৃথিবীকে বিভিন্ন আঙ্গীকে বিভক্ত করেছে, অথচ ইতিপূর্বে বন্টন ব্যবস্থার গতি প্রকৃতি ভিন্ন রকম ছিল। রাশিয়ার বিপ্লব যা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শুরু হয়েছিল, ১৯১৮,১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে এই বিপ্লব তাৎপর্যপূর্ণভাবে খুবই দ্রুততার সঙ্গে গতিশীল হয়ে ওঠে এবং চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। এই বিপ্লবের বিশেষত্ব এটাই ছিল যে, পৃথিবী নতুন দলে বিভক্ত হয়ে যায়। ইতিপূর্বে সাদা-কালোর মধ্যে বৈষম্য ছিল। উত্তর-দক্ষিণ আর পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে বিভক্তি ছিল। কিন্তু ধনী-নির্ধনের

নিরিখে এই প্রথমবার বিশ্ব দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এই পরিবর্তন রাশিয়ার জার সাম্রাজ্যের পতনের ফলে সংঘটিত হয়েছিল। ফলস্বরূপ এখন যে নতুন বিপ্লব সাধিত হয় সেখানে রাশিয়া গত সত্তর বছরে তাদের নব চিন্তাধারার সাথে সাথে যা কিছু অর্জন করেছিল তা থেকে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে, আর মানতে বাধ্য হয় যে লাভ আসলে তাদের কিছুই হয়নি। শুধু ক্ষতি এবং লাঞ্ছনা ছিল। যার ফলে বিশ্বে হঠাৎই একটা ভূমিকম্পের ন্যায় পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং বুদ্ধিজীবিগণ বিভিন্ন ভাবে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। তাঁদের অভিব্যক্তি কতটা সৎ ও প্রাণ সঞ্চারী এবং কতদূর পর্যন্ত তাঁদের চিন্তা ভাবনার দিশা প্রকৃতি সঠিক, এসব বিশ্লেষণকে একদিকে রেখে আমি বলতে চাই যে এই দুই বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্পর্কে আমাদের খোদা জামা'ত আহ্‌মদীয়াকে পূর্ব হতেই সংবাদ প্রদান করেছিলেন যা খুবই স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ছিল। ফলে এ বিশ্বের ধারণা যাই হোক না কেন এহেন বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে যা প্রকাশিত হবে, যতদূর জামা'ত আহ্‌মদীয়ার সম্পর্ক সে পূর্বেও বিশ্বাস করত আর এখন এহেন অবস্থাবলীর প্রকাশের পর তার এই বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হয়েছে যে, যাই'ই সংঘটিত হোক না কেন তা জামা'ত আহ্‌মদীয়ার জন্য কল্যাণকর হবে এবং জামা'ত আহ্‌মদীয়ার বিশ্বব্যাপী অগ্রগতির মাধ্যম সাব্যস্ত হবে।

খোদাতাআলার পক্ষ থেকে ঐশী সংবাদ লাভ করে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালাম রাশিয়ার জারের ধ্বংস এবং তার করুণ পরিস্থিতির চিত্রাঙ্কন নিজের একটি কবিতায় করেছেন এবং সেই কবিতাটি ছিল বিশ্বব্যাপী আসন্ন এমন এক বিপর্যয় সম্পর্কে যার বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে (আ.) ভূমিকম্পের আকারে সংবাদ প্রদান করেছেন। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় এটি

উল্লেখ করেছেন যে, 'এই বিশ্বব্যাপী ভূকম্প যে বাস্তবিক ভূমিকম্প রূপেই সংঘটিত হবে এমনটা নয়। বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় যা ভূমন্ডলকে নাড়িয়ে দিতে সক্ষম তাও ভূমিকম্পের ন্যায় হয়ে থাকে। এজন্য আমি জানি না যে সেই বিপর্যয় তা কেমন হবে অথবা কোন মহামারী আকারে হবে কিনা। কিন্তু তা এমন ভয়ংকর এবং বিনাশকারী রূপে প্রকাশিত হবে যে গোটা বিশ্ব তা প্রত্যক্ষ করবে। তিনি (আ.) বলেন ঃ

یک بیک اِک زلزلہ سے سخت جُنبش کھائیں گے
کیا بشر اور کیا شجر اور کیا حجر اور کیا بحار

(হঠাৎ আগমনকারী একটি ভূমিকম্পে চারিদিক বিদীর্ণ হবে। প্রাণীকুল থেকে আরম্ভ করে জীবজগৎ, পাহাড় পর্বত এবং সাগর পর্যন্তও।-অনুবাদক) এখন লক্ষ্য করুন, ভূমিকম্পনের ফলে এ ধরণের অবস্থার সৃষ্টি হয় না যে এত বিস্তৃত আকারে পশুপাখি, ঘরবাড়ি, মানুষ এবং সমুদ্র পর্যন্ত কম্পমান হবে।

اِک جھپک میں یہ زمیں ہوجائے گی زیرو زبر
نالیاں خُوں کی چلیں گی جیسے آبِ رودبار
رات جو رکھتے تھے پوشاکیں برنگِ یاسمن
(یعنی چنبیلی کی طرح سفید پوشاکیں رکھتے تھے )
صبح کر دے گی اُنہیں مثلِ درختانِ چنار
بُھولیں گے نغموں کو اپنے سب کبوتر اور ہزار
ہوش اُڑجائیں گے انساں کے پرندوں کے حواس
مضمحل ہوجائیں گے اس خوف سے سب جنّ وانس

زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی باحالِ زار
اِک نمونہ قہر کا ہوگا وہ ربّانی نشان
آسماں حملے کرے گا کھینچ کر اپنی کٹار
*(বারাহীনে আহ্‌মদীয়া পঞ্চম খন্ড, রূহানী খাযায়েন, 21তম খণ্ড, পৃঃ 151-152)*

(অর্থাৎ, চোখের পলকে ভূপৃষ্ঠ ওলটপালট হয়ে যাবে। রক্তের স্রোত জলধারার ন্যায় প্রবাহিত হবে। যাদের রাতের পোশাক ছিল জুঁইয়ের মতো সাদা, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠবে লাল কাপড়ে, চিনার বৃক্ষের ন্যায়। কপোত এবং বুলবুল তাদের কলতান ভুলে যাবে; পশুপাখি তাদের ভাষা হারিয়ে ফেলবে আর মানুষ তার চেতনা থেকে বিস্মৃত হবে। সর্বস্তরের মানুষ সেদিন ভয়গ্রস্ত হয়ে উঠবে; এবং জার নিজেই, সেই সময়ে করুণ অবস্থায় থাকবে। সেই ঐশী নিদর্শন হবে ক্রোধের একটি নমুনা; আকাশ তার রুদ্ররূপ ধারণ করে শাণিত অস্ত্রে আক্রমণ করতে উদ্যত হবে।-অনুবাদক)

এখন এই পংক্তি **"জার ভি হোগা তো হোগা উস ঘড়ী বাহালে জার"** (এমনকি জারও ঐ সময়ে মর্মান্তিক অবস্থায় পতিত হবে- অনুবাদক)- এটি খুবই প্রণিধানযোগ্য একটি বিষয়, কেননা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন এ পংক্তিটি বলেছিলেন তখন পৃথিবীতে জার সাম্রাজ্য ইংল্যান্ডের সাম্রাজ্যের পর অথবা তার সমপর্যায়ভুক্ত তদানীন্তন সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাসীন এবং প্রভাবশালী সাম্রাজ্য হিসেবে পরিগণিত হত। আর জারের বর্বরতা এবং হিংস্রতার আতঙ্কে ইউরোপের তৎকালীন ছোট ছোট রাজ্যের অধিপতি (রাজা) এবং পৃথিবীর জাতিগুলি সবসময় ভীতসন্ত্রস্ত ও কম্পমান থাকত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সেই যুগেই এটি

ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, 'জারেরও অবস্থা হবে' অর্থাৎ যে দিনের আমি সংবাদ দিচ্ছি সেদিন খুব সম্ভব জার থাকবেই না। অর্থাৎ জারের সাম্রাজ্যের ভিত টলে উঠবে। কিন্তু যদি সে জীবিত থাকে তখন তো 'মর্মান্তিক অবস্থা হবে।' এটা আশ্চর্যজনক যে যখন রুশ বিপ্লব হয়েছিল, এহেন জার সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সংবাদপত্রগুলি যে শিরোনাম প্রকাশ করেছিল তার উদ্ধৃতি ছিল উর্দূতে **'জার কি হালতে জার'** (অর্থাৎ জারের অবস্থা মর্মান্তিক) এবং ইংরাজীসহ অন্যান্য ভাষাতেও এই বিষয়টিকে শিরোনাম আকারে প্রকাশ করা হয়েছিল। নিশ্চিতরূপে এটা খোদাতাআলারই বাণী ছিল যা এই নিদর্শনসহ পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু কোন বৃহৎ (স্বৈরাচারী) সম্রাটের পতন অথবা ধ্বংস এটাই একমাত্র বিষয় নয় যা নেতিবাচক ভূমিকা রাখে, বরং পরবর্তি ইলহামগুলি রাশিয়ার বৈপ্লবিক পট পরিবর্তনের পর সেখানে আহমদীয়াতের আত্মপ্রকাশ এবং এর ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভের সুসংবাদ প্রদান করে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন ঃ

"সেই রাতে আমি স্বপ্নে দেখি যে, জারের রাজদণ্ড যেন আমার হাতে আর গোপনীয়ভাবে তার মধ্যে বন্দুকের নলও রাখা আছে। দুটো কাজই চলে। তারপর সেই বাদশাহকে দেখি, যার আশ্রয়ে বুআলি সিনা থাকত।" (বুআলি সিনা রাশিয়া ভূখন্ডেই থাকতেন) "তার ধনুক আমার কাছে। আর আমি সেই ধনুক থেকে একটি বাঘকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করি। এবং সম্ভবত বুআলি সিনাও আমার নিকটে দণ্ডায়মান আর সেই বাদশাহও।"

*(কপি ইলহামাত হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) পৃঃ 4, তাযকেরা পৃঃ 458-459 এডিশন 1969, রাবওয়া হতে প্রকাশিত)*

বুআলি সিনার গৌরবগাথা রাশিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় মুসলমান এলাকাগুলিতে আজও যতটা বিদ্যমান অতটা বোধহয় পৃথিবীর অপর

কোন বুদ্ধিজীবির ক্ষেত্রে হয়নি। যে সব রাশিয়ান ইংল্যান্ডের জলসায় এসেছিলেন তারা আমায় বলেছেন আর তাদের নিকট থেকেই সর্ব প্রথম আমি জানতে পারি যে, বুখারা ও তাশখন্ড ইত্যাদি এলাকাগুলিতে বুআলি সিনার গ্রন্থ **'আল কানুন'** এতটাই জনপ্রিয় যে বাজারে তা পাওয়াই যায় না। প্রকাশিত হওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ তা বিক্রি হয়ে যায়। এগুলি সেইসব এলাকা যেখানে এই নতুন যুগে আহমদীয়াতের প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে। এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লেখেন ঃ

**"আমি আমার জামা'তকে রাশিয়ার ভূমিতে বালুকণার ন্যায় প্রত্যক্ষ করছি।"**

*(রেজিস্টার রেওয়াআত সাহাবা, 12তম খণ্ড, পৃঃ 114, তাযকেরা পৃঃ 813 এডিশন 1969, রাবওয়া)*

অর্থাৎ ব্যাপকতরভাবে প্রসারিত হতে দেখছি। এগুলি ছিল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী যার সঙ্গে রাশিয়ার জার বিপ্লব এবং পরবর্তীতে প্রকাশিত হওয়া ঘটনাবলীও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

এখন হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর একটি দিব্যদর্শন আপনাদের সামনে রাখছি। যা আল্ ফযল পত্রিকার ৩০ মে ১৯৪৭ ইং, বর্ষ-৩৫/১৩৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালাম-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে রাশিয়ার বিপ্লবের বর্ণনা রয়েছে যাতে জার সাম্রাজ্য ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এর পর অন্য একটি শক্তি রাশিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তার করবে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-কে আল্লাহ্ তাআলা এ সংবাদ দিয়েছেন যে, এই দ্বিতীয় শক্তিটিও এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তৎপরবর্তী

সময়ে নতুন অবস্থাবলীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে পৃথিবীতে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) লিখেছেন ঃ

"পরশু অথবা তার আগের রাতে যখন আমার চোখ উন্মীলিত হয় খুবই জোরালো ভাবে আমার হৃদয়ে এ বিষয়টি অবতীর্ণ হচ্ছিল যে, (এটি স্বপ্ন নয় বরং একটি দিব্যদর্শন অথবা ঐশীবাণীর মতো অবস্থা) ইংল্যান্ড এবং রাশিয়ার মধ্যে একটি Modified Treaty বা সংশোধিত চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে। যার দরুন মধ্য প্রাচ্যের ইসলামি দেশগুলিতে অস্থিরতা ও আতঙ্ক বিস্তারলাভ করেছে।

তিনি (রা.) বলেন : "মডিফায়েড শব্দটির অর্থ হল সমন্বয় করা। আমি মনে করি এই শব্দগুলি ইঙ্গিত দেয় যে সম্ভবত বহিরাগত কোন চাপ এবং কিছু আশঙ্কার কারণে ইংল্যান্ড সম্ভবত গোপনীয় ভাবে রাশিয়ার সঙ্গে এমন কোন সমঝোতা করবে যার ফলে মধ্যপ্রাচ্যের উপর রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। সে সময় আমার ইরাক, প্যালেস্টাইন এবং সিরিয়ার কথা মনে পড়ে অর্থাৎ রাশিয়া এবং ইংরেজদের মধ্যে সমঝোতার কারণে এসব দেশগুলির মধ্যে ভীতি এবং আতঙ্ক সৃষ্টি হবে যে ইংরেজ যারা রাশিয়ার প্রবল বিরোধিতা করে আসছিল তারা এহেন সমঝোতা কিভাবে করে বসল! যতদূর স্থায়ী এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রশ্ন সেক্ষেত্রে কুরআন করীম এবং আহাদীস থেকে জানা যায় যে এসব জাতিগুলির মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু অনেক সময় রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থে শত্রুদের প্রভাবকে কম করার উদ্দেশ্যে অথবা তাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের সরকার অস্থায়ী রূপে নিজেদের মধ্যে শান্তি চুক্তি করে নেয় যাতে কোন আশঙ্কার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব না ঘটে। মনে হয় ইংরেজরা রাশিয়ার দিক থেকে নিজেদের সুরক্ষা বেষ্টনীকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে বাধ্য

হয়েই রাশিয়ার সঙ্গে এমন কোন সমঝোতা করে নেবে। রাজনৈতিক পেশিশক্তি অনেক সময় বড় বড় ফলাফল তৈরী করে। আবার সরকারও এই ধরণের বিভিন্ন বাধ্যবাধকতার কারণে এরকম পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য হয়। মনে হয় ইংল্যান্ড এবং আমেরিকা যারা সর্বদা রাশিয়ার অগ্রগতির রাস্তায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল এখন কিছু রাজনৈতিক অবস্থাবলীর প্রেক্ষাপটে অথবা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তার বিরোধিতা করা পরিত্যাগ করবে। অপরদিকে রাশিয়াও যে কিনা যুক্তরাজ্য এবং আমেরিকার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ জানিয়ে আসছিল এখন তাদের প্রতি বৈরাচরণ থেকে সরে দাঁড়াবে।"

এতটা পরিপূর্ণ ও সুস্পষ্টভাবে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর দিব্যদর্শনটি বাস্তবায়িত হয়েছে যে পাঠ করে আশ্চর্য হতে হয়। বিশেষ করে সেই তিন রাষ্ট্র যেগুলির উপর রুশ আধিপত্য ধ্বংস হওয়াতে সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, সেগুলি হল ইরাক, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন। আল্লাহ্ তাআলা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) কে দিব্যদর্শনে এই তিনটি রাষ্ট্র দেখিয়েছেন এবং এগুলি সম্পর্কে মুসলমানদের আশঙ্কা প্রত্যক্ষ করিয়েছেন।

এসব অবস্থা এমনভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন ঐশী নিয়তির অধীনে পৃথিবীতে কিছু পরিবর্তন শীঘ্রই হতে চলেছে। পশ্চিমা জাতিগুলি মনে করে যে তাদের ইচ্ছা ও আকাঙ্খানুযায়ী পৃথিবীর নতুন রূপরেখা নির্ধারিত হবে। অন্যদিকে প্রাচ্যের বহু দেশ নিজেদের সরলতা, অজ্ঞতা কিংবা স্বার্থপরতার কারণে এসব সীমারেখা নির্ধারণে তাদের সহায়ক হয়ে উঠছে যা আসলে বিশ্বব্যাপী দুর্বল জাতিগুলিকে স্থায়ীভাবে দাসত্বের শৃঙ্খলে অবরুদ্ধ রাখার জন্য তারা প্রস্তুত করেছে। গরীব দেশগুলি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে জীবন ধারণে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

তারা এটা কল্পনাও করতে পারে না যে এইরকম অভ্যন্তরীণ বিভাজনের ফলে ধনী দেশগুলি কিভাবে তাদের সাথে অন্যায় করে চলেছে আর তাদের সুদূর প্রসারী শাসনব্যবস্থাকে উভয় দিক থেকে শিকলাবদ্ধ করে তুলেছে। কিন্তু আজকের বক্তব্য অরাজনৈতিক। আমি যে কথাগুলি বলছি দৃশ্যত তা হয়ত রাজনৈতিক। কিন্তু এটা পরিষ্কার করে দেব যে বিষয়টি আসলেই রাজনৈতিক নয় বরং ধর্মীয় এবং মানবতার প্রতি সহানুভূতির সঙ্গে সম্পর্কিত একটি বিষয় মাত্র। যে পরিস্থিতির চিত্রাঙ্কন আপনাদের সামনে করলাম এর ফলে অসহায় দেশগুলির হতদরিদ্র জনতা অত্যাধিক দুঃখ ও কষ্টে জর্জরিত। তাদের খোঁজ খবর নেওয়ারও কেউ নেই। তথাকথিত উঁচু তলার মানুষেরা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে মগ্ন, দলাদলি করে তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি এবং দেশগুলির পারস্পরিক বিরোধিতার মধ্যে অগ্রগমনের উপযুক্ত ও প্রভাবশালী কৌশল রচনায় তারা সর্বদা নিয়োজিত। আমাদের দেশের গরিব নাগরিক সমাজ তারা কিরূপ অবস্থায় দিনাতিপাত করছে, দুই বেলার অন্নতে তাদের ক্ষুধা দূরীভূত হয় কি না কিংবা আদৌ কি তারা একবেলাও রুটি খেতে পাচ্ছে? এটা কেউ ভেবে দেখে না আর কারোও মনে এই চিন্তার উদয়ও হয় না। ফলতঃ গরীব জনতা ক্রমাগত তাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ছে। তাদের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে দিন দিন তাদের শরীরে রক্তশূন্যতার সৃষ্টি হচ্ছে।

অপর দিকে এমন ব্যবস্থাপনাও কাজ করছে যার ফলে গরীবের রক্ত সেই সব লোকেদের দিকে স্থানান্তরিত হচ্ছে যাদের রক্ত ইতিপূর্বেই যথার্থ পরিমাণে বিদ্যমান। সুতরাং গরিব জাতিগুলি যদি নিজেদের স্বার্থকে সুরক্ষিত না করে এবং তথাকথিত শক্তিশালী ও বিত্তবান দেশগুলির দিকে নিজেদের সর্বহারা জনতার রক্তপ্রবাহকে অব্যাহত রাখে সেক্ষেত্রে এমন একটা সময় আসবে যা থেকে ফিরে আসার আর

কোনও সম্ভাবনা থাকবে না, আর এ বিশ্বকে আরও ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে নিপতিত করা হবে। সোভিয়েত রাশিয়া ধ্বংসের মাধ্যমে যে বিপর্যয় থেকে বাহ্যত আমরা মুক্ত হয়েছি। আসলে এটা একটা বাহ্যিক পরিত্রাণ মাত্র যার কোনও সারবত্তা নেই। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত বিপর্যয়ের মূল কারণ হ'ল আল্লাহ্ তাআলা থেকে দূরত্ব সৃষ্টি হওয়া। এই আঙ্গিকে আমি আপনাদেরকে বোঝাতে চাই যে এটা শুধুমাত্র ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর বর্তমান অবস্থাবলীর উপর আমার অভিব্যক্তি ব্যক্ত করা মাত্র।

আমি ভারতবর্ষে যখন থেকে এসেছি, ঘোরাফেরা করে যে পরিস্থিতি দেখেছি তাতে দারিদ্র্যক্লিষ্টতার কোনও ধর্ম আমি প্রত্যক্ষ করিনি। সমস্যা জর্জরিত সে শিখই হোক বা হিন্দু কিংবা মুসলমান- প্রত্যেক অন্তর্জ্বালার একটাই স্বভাবধর্ম। একই ভাবে পাকিস্তানে থাকার দিনগুলিতেও আমি দেখেছি সেটা আহ্মদী বা অ-আহ্মদীর দুঃখই হোক, কিংবা খ্রীষ্টানের অথবা হিন্দুদের - শোকতাপের ধরণগুলি সব একই। আমার সব একই ধরণের মনে হয়েছে। একই অবস্থা অন্যান্য দেশেরও। সহায়সম্বলহীন হতদরিদ্রের নিঃস্বতা যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা অনুভব করার ক্ষমতা নিজেদের মধ্যে তৈরী করব ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা খোদার নৈকট্য অর্জনকারী হতে পারব না। আর যারা খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত তাদের আবশ্যিক দায়িত্ব হল সমস্ত মানবজাতিকে পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে আসার প্রয়াসকে তাদের জীবনের লক্ষ্যে পরিণত করা। মানবতার ন্যূনতম মূল্যবোধ সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করুন। উন্নয়নশীল হয়ে ওঠার পদক্ষেপ পরবর্তীতে আসবে।

এক্ষেত্রে ধর্মগুলিকেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে, এবং বিভিন্ন ধর্মের পথপ্রদর্শকগণকে এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পাদন

করতে হবে। কিন্তু এটি কিরূপে সম্ভব আর কোন পদ্ধতিতে আমরা তৃতীয় বিশ্বের জনগণকে একত্রিত করতে সক্ষম হব আর তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতিবিদদের এটি দেখাতে সক্ষম হব যে আপনাদের সুমহান, সর্বোচ্চ এবং চূড়ান্ত স্বার্থ এ কথার সাথেই সংশ্লিষ্ট যে, আপনাদের সাধারণ জনতা যেন ভাইয়ের ন্যায় একে অপরের জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে জীবন যাপন করে এবং পূর্ব বিশ্বের সমস্ত প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকে। যদি এমনটা না হয় সেক্ষেত্রে বিশ্বের যে নতুন মানচিত্রের উত্থান ঘটছে সেখানে আপনাদের স্থান পূর্বের তুলনায় খুবই নগণ্য এবং অনেক নীচে হবে।

রুশ বিপ্লবকে বিশ্ব যেভাবেই দেখুক না কেন, একটা বাস্তব সত্য যা অনিবার্যভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা হ'ল, রুশ শাসন ব্যবস্থা যতই অন্তঃসারশূন্য হোক আর যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার ত্রুটিপূর্ণ হওয়া প্রমাণিত হোক, বিশ্বের নিশ্চয় একটা লাভ হয়েছে। বিশ্বের দরিদ্র জাতিগুলির কল্যাণসাধনে এটি একটি অবলম্বনস্বরূপ ছিল। যে সব শক্তিধর রাষ্ট্রের স্বার্থ দুর্বল তথা গরীব দেশগুলির সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি করত তারা অনেক সময় শুধু এ কারণেই গরীব দেশগুলির অধিকার হরণ করতে সাহস দেখাত না কারণ রাশিয়া ভীতি ও রাশিয়ার প্রতি আতঙ্ক সব সময় তাদেরকে ত্রস্ত করে রাখত। বিগত সত্তর বছরের ইতিহাসে এরকম বহুবার ঘটেছে অনেক গরীব দেশ শুধুমাত্র এই কারণেই রক্ষা পেয়েছে কারণ রাশিয়ার ভীতিপ্রদ কাল্পনিক মূর্তি তাদের সমর্থন জানিয়ে এসেছিল। এই সমর্থনের ধারণা নিয়ে ইরাক যে ভুল করেছিল তা আপনাদের সামনেই রয়েছে। তারপর দেখুন এই নতুন বিপ্লব ইরাকের পরিস্থিতি কেমন শোচনীয় করে তুলেছিল। তারা সত্যের উপর ছিল না ভুলের উপর এটা বিতর্ক নয়, কিংবা আংশিক ভাবে সত্যের উপর ছিল না কি সম্পূর্ণ সত্যের উপর, মূল বিতর্ক হচ্ছে

পৃথিবীর ইতিহাস এভাবেই রচিত হচ্ছিল, আর এভাবেই এই কাজ চলছিল। এর মধ্যে এখন অনেক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। ইউরোপে দরিদ্রদের সাহায্য ও সহানুভূতির যে আন্দোলন চলেছিল সেখানেও রাশিয়ার একটা দূরদর্শী প্রভাব কাজ করেছিল। তাদের মধ্যে যারা রক্ষণশীল দলগুলির অন্তর্ভুক্ত, তারা এই ভয়ে যে রাশিয়ান সাম্যবাদ আবার তাদের মধ্যে না প্রবেশ করে, তারা তাদের জনগণকে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকেও বেশি পরিমাণে দেওয়া শুরু করেছিল। তাই রুশ বিপ্লবের এসব প্রভাব ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ও গভীর। এর গভীর ক্ষত আপনি সহজে বুঝতে পারবেন না। এমন পরিবর্তন সৃষ্টি হবে যার দরুন দুর্বলরা নিজেদেরকে আরও বেশী অসুরক্ষিত মনে করবে। এমতাবস্থায় আমাদের কি করণীয় এবং একজন ধর্মীয় পথপ্রদর্শক হিসাবে আমি আপনাকে কি উপদেশ দিতে পারি এই বিষয়ে এখন বিশদে আলোকপাত করব।

জামা'ত আহ্‌মদীয়ার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালাতো ওয়াস্‌সালামকে আল্লাহ্ তাআলা এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত করেছিলেন। সেটি একটি দীর্ঘায়িত বিষয় যার আমি এখন পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। কিন্তু তিনি (আ.) ভারতবর্ষকে এহেন সমস্যাবলী থেকে উত্তরণের পথও বলে দিয়েছিলেন। তিরোধানের পূর্বে যে বক্তব্য তিনি (আ.) আপামর ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে রেখেছিলেন এবং খুবই আন্তরিকতার সাথে ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক যে নিবন্ধ তিনি রচনা করেছিলেন তার নাম **'পয়গামে সুলেহ্'** (শান্তির বার্তা)। আমি এর কতক উদ্ধৃতি এখন আপনাদের সামনে তুলে ধরব। এরপর মূল বিষয়টিকে আগে নিয়ে যাব। তখন আপনারা পরবর্তী বিষয়টির সঙ্গে এর যোগসূত্র বুঝতে

পারবেন। তিনি (আ.) বলেন ঃ

"হে আমার স্বদেশবাসী ভাইগণ! এ সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটি যার নাম **'পয়গামে সুলেহ্' (শান্তির বার্তা)** (এটা সেই শেষ মুহূর্তে তিনি (আ.) রচনা করেছিলেন যখন তাঁর প্রয়াণ তাঁকে আমাদের থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছিল। পুস্তিকাটি ছাপানোর পূর্বেই আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে নিজ সন্নিধানে ডেকে নিয়েছিলেন, এবং পুস্তিকাটি তাঁর তিরোধানের পরেই প্রকাশিত হয়।)

"হে আমার স্বদেশবাসী ভাইগণ! এ সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটি, যার নাম **'পয়গামে সুলেহ্' (শান্তির বার্তা)** তা সম্মানের সাথে আপনাদের নিকট উপস্থিত করছি এবং সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করছি সেই সর্বশক্তিমান খোদা নিজেই যেন আপনাদের হৃদয়ে প্রেরণা দান করেন এবং আমার সহানুভূতির প্রকৃত স্বরূপ আপনাদের নিকট প্রকাশ করেন। যাতে আপনারা এ বন্ধুত্বের উপহারকে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ও ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে না করেন।"

(আমি স্বার্থ প্রণোদিত ভাবে কোন কথা বলছি এমনটা ভাববেন না। আন্তরিকভাবে আপনাদের মঙ্গল কামনায় এবং আপনাদের প্রতি ভালবাসার আতিশয্যে বাধ্য হয়েই এ কথা লিখছি।)-

"বন্ধুগণ! পরকালের বিষয় তো সাধারণ লোকের নিকট প্রায়ই গোপন থাকে এবং এর রহস্য কেবল তাদের নিকটই প্রকাশিত হয়, যারা মৃত্যুর পূর্বেই মরে যায় (অর্থাৎ আল্লাহ্তে আত্মবিলীন হয়ে যায়-অনুবাদক)। কিন্তু প্রত্যেক সূক্ষ্ম দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিই পার্থিব ভালমন্দ চিনে নিতে পারে।

এ কথা কারো অজানা নেই, একতা এমন একটি শক্তি যে, ঐ

সকল বিপদ যা কোনভাবেই দূর হয় না এবং ঐ সকল সমস্যা যা কোন প্রচেষ্টাতেই সমাধান হয় না, তা একতার দ্বারাই সমাধান হয়ে যায়। (অর্থাৎ পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সম্প্রীতির সঙ্গে সহাবস্থানের মাধ্যমে)

অতএব একতার কল্যাণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এদেশে হিন্দু ও মুসলমান এমন দু'টি জাতি, দৃষ্টান্তস্থলে বলতে হয়, কোন সময় তাদের মধ্যে হিন্দুরা একত্রিত হয়ে মুসলমানদেরকে এদেশ থেকে বের করে দেবে বা মুসলমানরা একত্রিত হয়ে হিন্দুদেরকে এদেশ থেকে বের করে দেবে, এটা এক অসম্ভব ধারণা। বরং এখনতো হিন্দু ও মুসলমানের ভাগ্য একই সুতোয় গাঁথা হয়ে গেছে। যদি এক জাতির উপর বিপদ আসে তবে অন্য জাতিও এর অংশীদার হয়ে যাবে। আর যদি এক জাতি অন্য জাতিকে কেবল নিজেদের অহংকার ও দাম্ভিকতার দরুন লাঞ্ছিত করতে চায় তবে তারাও লাঞ্ছনার কালিমা থেকে রেহাই পাবে না। যদি তাদের মাঝে কেউ নিজ প্রতিবেশীকে সহানুভূতি দেখাতে ত্রুটি করে তবে এর ক্ষতি তাকেও ভুগতে হবে। তোমাদের দু'জাতির যে কেউ অন্য জাতির ধ্বংসের চিন্তা করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি শাখায় বসে সেই শাখাকেই কাটে। আপনারা আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহে শিক্ষিতও হয়েছেন, এখন ঈর্ষা ছেড়ে ভালবাসার দিকে অগ্রসর হওয়াই আপনাদের জন্য শোভনীয়। হৃদয়ের কঠোরতা ও অবজ্ঞা ছেড়ে সহানুভূতিশীল হওয়াই আপনাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। তা না হলে আপনাদের অবস্থা পার্থিব সমস্যাবলীতে জড়িয়ে প্রচণ্ড রোদের তাপের সময় মরুভূমিতে ভ্রমণ করার ন্যায় হয়ে যাবে। অতএব এ দুর্গম পথের জন্য পারস্পরিক একতার সেই শীতল বারিধারার প্রয়োজন, যা এ জ্বলন্ত আগুনকে নিভিয়ে দেবে ও পিপাসার সময় মৃত্যু থেকে রক্ষা করবে।

এরূপ সংকটকালে আমি আপনাদেরকে সন্ধির জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। এখন উভয় জাতির জন্য সমঝোতার একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের বিপদ আপদ নেমে আসছে। ভূমিকম্প আসছে। দুর্ভিক্ষ আসছে। প্লেগও এখনো লেগেই আছে। খোদা আমাকে যা কিছু জানিয়েছেন তা হলো, যদি পৃথিবী নিজ অসৎ কর্ম থেকে বিরত না হয় এবং মন্দ কাজ থেকে না ফেরে তবে পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর বিপদ-আপদ আসবে।" *(পয়গামে সুলেহ্, রূহানী খাযায়েন, ২৩তম খণ্ড, পৃ: ৪৪৩-৪৪৪, সংস্করণ ২০০৮)*

এই উপদেশ বাণীর পুরো একশত বছর অতিবাহিত হয়েছে। এটি ছিল তাঁর অন্তিম উপদেশ। আর আজ এই উপদেশটিই পুনরায় ব্যথিত চিত্তে আপনাদের সামনে তুলে ধরে বলছি যে, উক্ত উপদেশটিকে মানুষ কোন গ্রাহ্যই করেনি। আর ভারতবর্ষ আজও সে একইরকমভাবে বিদ্বেষের শিকার, আগের মতোই এখনও তারা পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসে জর্জরিত। আজও তারা একে অপরকে ভীতির কারণ বলে মনে করে যেভাবে পূর্বে করে এসেছে বরং বিভিন্ন দিক থেকে আজ আরও বেশী উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তাই যেভাবে আমার নেতা ও প্রভু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একশ বছর পূর্বে কাদিয়ানের পবিত্র ভূমিতে দাঁড়িয়ে ভারতকে একটি মহৎ উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনের উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন,

**আজ আমি একশ বছর পর তাঁর (আ.) নগণ্য একজন সেবক হিসাবে আপনাদেরকে সেই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এবং ঐক্য স্থাপনের দিকে আহ্বান জানাই।**

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন ঃ

"যদি এ ধরনের শান্তি স্থাপনের জন্য হিন্দু ও আর্য সমাজী মহাশয়গণ আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে খোদার সত্য নবী বলে মেনে নিতে প্রস্তুত হন এবং ভবিষ্যতে তাঁর অবমাননা করা ও তাঁকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করা পরিহার করেন তাহলে আমি সকলের পূর্বে এ অঙ্গীকারপত্রে দস্তখত করতে প্রস্তুত আছি, আমরা আহ্‌মদী সম্প্রদায়ের লোকেরা সর্বদা বেদের সত্যতা স্বীকার করবো এবং সম্মান ও ভালবাসার সাথে বেদ ও এর ঋষিদের নাম নেব।"

*(পয়গামে সুলেহ্, রূহানী খাযায়েন, ২৩তম খণ্ড, পৃ: ৪৫৫, সংস্করণ ২০০৮)*

এই বিষয়ে আমি আপনাদের আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করতে চাই। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার্তে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ধর্মেরই হওয়া উচিৎ। কিন্তু এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে আজ অশান্তি ছড়ানোর মূলে সবচেয়ে বেশি ধর্মকেই ব্যবহার করা হচ্ছে। এটা আশ্চর্যজনক যে একই খোদাতাআলার সৃষ্টি, একই খোদার উপাসনাকারী শুধুমাত্র এই কারণে যে, অন্যের ইবাদতের পদ্ধতি ভিন্ন অথবা তার ধর্মীয় অনুশাসনে কিছু প্রভেদ বিদ্যমান, সে আল্লাহ্‌র নামে, প্রভুর নামে, ওয়াহে গুরুর নামে, পরমেশ্বরের নামে একে অপরকে হত্যার বিধান দিচ্ছে। একে অপরের রক্ত পানের শিক্ষা দিচ্ছে। এ কেমন ধর্ম! আর সে খোদাই বা কেমন যে এমন শিক্ষা দিতে পারে! তাই ধর্ম জগতে একটি সর্বাত্মক ক্রান্তি সৃষ্টি করা দরকার। সমস্ত ধর্মীয় নেতাদের বিশেষ করে যাদের ভারতে কিছু না কিছু প্রভাব রয়েছে তাদের বলা দরকার যে এটি আপনাদেরই হাতে, আপনারা চাইলে জাতির ভাগ্য বদলে দিতে সক্ষম। আবার আপনারা মনে করলে তাদেরকে ধ্বংসের দিকেও পরিচালিত করতে পারেন। জাতির ভবিষ্যৎকে বিনষ্ট করলে শুধু মানুষকে মানুষ থেকেই বিচ্যুত করবেন না বরং মানুষকে আল্লাহ্

তাআলার কাছ থেকেও বিছিন্ন করবেন। সেক্ষেত্রে নিজেদেরকেও আপন প্রভুর সন্নিধান হতে পৃথক করে ফেলবেন, আবার প্রভুর বান্দাদের সাথেও আপনার সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন করবেন। এটাই সেই 'জিহাদ' যেদিকে আমি আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, যার সম্পর্কে আমি আরও বলতে চাই যে, প্রতিটি ধর্মের মৌলিক শিক্ষাই হচ্ছে বিশ্বমানব মন্ডলীর হৃদয়ে যেন প্রেম-ভালবাসা সৃষ্টি হয় এবং মানুষ ও আল্লাহ্ তাআলার মাঝে যেন প্রেমের বন্ধন গড়ে ওঠে।

সুতরাং যদি ধর্মীয় পথপ্রদর্শকগণ ঈশ্বরের নামে বিদ্বেষ প্রচারের শিক্ষাদান করেন, সেক্ষেত্রে দুটি পরিণতির যে কোন একটি অবশ্যই প্রকাশ পাবে। হয় উক্ত ধর্মটিই ভ্রান্ত প্রতীয়মান হবে, নয়ত সেই ধর্মগুরু হল আসলে একজন মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক, কেননা উভয়ই একই সময়ে সত্য হতে পারে না। তবে আমি আপনাদের বলতে চাই যদিও আমি একজন মুসলিম এবং একজন মুসলিম হিসেবেই আমি আসলে এই গোপন রহস্যটি আবিষ্কার করেছি যে, পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম তাদের শুরুতে সত্য ছিল আর কোনটাকেই মিথ্যা সাব্যস্ত করা যাবে না। কিন্তু পরবর্তীতে ভন্ড স্বার্থান্বেষীদের দ্বারা এতে পরিবর্তন পরিবর্ধন ঘটে, ফলতঃ কিভাবে ধর্মের রূপান্তর ঘটেছে তা এখন আপনাদের সামনেই বিদ্যমান। যখন গ্রহপতি সূর্যের নামে অন্ধকার প্রসারের চেষ্টা করা হয়, যখন সর্বাধিক স্নেহ প্রদানকারী মহান খোদার নামে ঘৃণার শিক্ষা দেওয়া হয়, তখনই ধর্মগুলো নষ্ট হয়ে যায়। এভাবেই মানুষের দূরত্ব পরস্পরের প্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে, আর এভাবেই ব্যবধান তৈরি হয়েছে। কিন্তু স্মরণ রাখবেন এই দূরত্ব কেবল একে অপরের সাথে নয় বরং এর ফলে খোদাতাআলা থেকেও দূরত্ব তৈরি হয়। কেননা খোদার সেই সব বান্দা যারা একে অপরকে ঘৃণা করে, আল্লাহ্ তাদেরকে

কখনও স্নেহ করেন না, সর্বাবস্থায় তারা সেই মহান খোদার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়। তাই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দ্বারা উদ্ভূত সমস্যাবলীর প্রভাব তো শুধু মানবীয় স্তর পর্যন্ত এবং এই পৃথিবী পর্যন্ত সে ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম। কিন্তু ধর্মগুরুরা যদি অশান্তি ছড়াতে শুরু করেন সেক্ষেত্রে ধর্মও হাত থেকে বেরিয়ে যাবে আর সমুদয় পৃথিবীও তাদের আয়ত্তে থাকবে না। সুতরাং উভয় স্থানেই বিপর্যয় নেমে আসবে।

যতদূর আমি ধর্মসমূহের অধ্যয়ন করেছি, শুরুতে সর্বত্রই পেয়েছি সবচেয়ে পবিত্র ভালবাসা, স্নেহ এবং ঐক্যের শিক্ষা। এ বিষয়ে শিখ এবং হিন্দু ধর্মের পবিত্র গ্রন্থগুলি হতে কতিপয় উদ্ধৃতি আপনাদের সামনে রাখব। যেগুলির দ্বারা আপনারা বুঝতে পারবেন যে বাস্তবে প্রতিটি ধর্মের ভিত্তি আল্লাহ্ তাআলার একত্ববাদ দিয়ে শুরু হয়েছে এবং সকল ধর্মের প্রকৃত পথপ্রদর্শক শুরুতে যারা ছিলেন তারা প্রত্যেকে চিরন্তন সত্তা এক খোদার উপাসনা শিখিয়েছেন এবং এটি এ জন্য প্রয়োজনও ছিল, কারণ সর্বশক্তিমান খোদা না থাকলে মানুষ কখনও ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারে না। মায়েরা আলাদা হয়ে গেলে পরিবারে অশান্তি নেমে আসে। পিতা বিচ্ছিন্ন হলে সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়। পারিবারিক বিরোধিতার সাথে সাথে ঘৃণা ও বিদ্বেষের প্রসার ঘটে। সম্প্রদায়ের পারস্পরিক মতানৈক্যের কারণে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। মোটকথা এই নশ্বর পৃথিবীতেই যদি এত কিছু ঘটে, তবে এটি কিরূপে সম্ভব যে, আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু, আমাদের পালনকর্তা, আমাদের অভিভাবক ভিন্ন ভিন্ন হবে আর আমরা নির্বোধের মতো এই দুঃস্বপ্নে মগ্ন থাকব যে, আমরা একে অপরকে ভালবাসতে শুরু করব। এই কারণেই সকল ধর্ম শুরুতে সর্বদাই একত্ববাদ (অর্থাৎ তাওহীদ)- এর শিক্ষা দিয়ে এসেছে। যেহেতু পঞ্জাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা শিখ এবং হিন্দু, এবং এই মুহূর্তে আমি তাদেরই মাতৃভূমিতে আপনাদের সাথে কথা বলছি, এজন্য শুধু শিখ

এবং হিন্দু গ্রন্থাবলী হতে কয়েকটি অনুচ্ছেদ চয়ন করেছি যাতে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে পারি যে আপনাদের গুরুজন এবং আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভকারী মহাপুরুষেরা তাঁরা আপনাদের নিকট কি প্রত্যাশা করেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তাওহীদ ব্যতীত মানবজাতির প্রতি সহানুভূতি সম্ভব নয় এবং এই বার্তাই আমি আপনাদের ধর্মের ভাষায় আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাইছি।

শিখ মতবাদ আজ হতে পাঁচশত বছর পূর্বে হযরত বাবা গুরু নানক সাহেবের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছিল, এবং প্রথম পাঁচ গুরুর শিক্ষা আজ গুরু গ্রন্থ সাহিব আকারে আমাদের সামনে বিদ্যমান। এমন মনোমুগ্ধকর চিত্তাকর্ষক শিক্ষা যেগুলি পাঠ করে শুধু আত্মাই প্রশান্তি লাভ করে না বরং ধর্মসমূহের ঐক্যের প্রতিও আমাদের আস্থা বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং এ হেন শিক্ষাবলীর কারণে মানবহৃদয় এই বিশ্বাসে দৃঢ় উপনীত হয় যে, একমাত্র খোদাই যিনি সর্বত্র আবির্ভূত হয়েছেন এবং সকল ধর্মই হল তাদের বাস্তব অবস্থাতে সেই একই খোদাতাআলার পথের দিশারী।

আমি দুঃখিত যে গুরমুখি পড়ার দক্ষতা আমার নেই, আর আপনাদের ধর্মীয় শিক্ষার পবিত্র পংক্তিগুলিকে ত্রুটিপূর্ণভাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা আমি পছন্দ করি না। তাই আমাকে মার্জনা করবেন, যদি শুধুমাত্র অনুবাদের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখি।

গুরু গ্রন্থ সাহিবের পৃষ্ঠা ১৮৮-র পৌড়ি মহলা পঞ্চম-এ এই উক্তি বর্ণিত আছে ঃ

"যারা আপন ওয়াহে গুরু অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার উপাসনা

করে না তাদের জীবন কোন কাজে আসে না। তারা নিজের মৃত্যুতে মরে।"

এই পবিত্র উপদেশ যা আমাকে কুরআন করীমের এই আয়াতাংশকে স্মরণ করায় ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

*(আল মো'মিন 40:61)*

অর্থাৎ যারা আমার ইবাদত সম্বন্ধে অহংকার করে, তারা নিশ্চয় লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

গুরু অর্জুন দেব জি এই পবিত্র গ্রন্থের আকারে প্রথম পাঁচ গুরুর পবিত্র অনুশাসনগুলি সংরক্ষণ করে শুধুমাত্র শিখ সম্প্রদায়ের জন্যই নয়, অন্যান্য মানুষের জন্যও একটি মহান উপকার সাধন করেছেন। অন্য এক জায়গায় লেখা আছে ঃ

''آپ گوائیے تاں سو پائیے اور کیسی چترائی۔''

*-(তিলঙ্গ মহলা প্রথম, গুরু গ্রন্থ সাহিব পৃ: 722)*

অনুবাদ:- "আত্মত্যাগ করেই আল্লাহ্ তাআলা লাভ হয়। এর থেকে বুদ্ধিমানের কথা আর কি হতে পারে।"

জামা'ত আহ্মদীয়ার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা এই বিষয়টি কবিতার ভাষায় এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

عاشق جو ہیں وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں

*(বারাহীনে আহ্মদীয়া, পঞ্চম খন্ড, রূহানী খাযায়েন, 21তম খণ্ড, পৃ: 17)*

(অর্থাৎ প্রেমিক তার প্রিয়তমকে মৃত্যুকে বরণ করেই লাভ করে। -অনুবাদক)

সুবহানআল্লাহ্, কেমন সামঞ্জস্যপূর্ণ কথা, যারা মহান আল্লাহ্‌র হয়ে থাকে তাদের মননশীল ভাবনা ও বাণীও একই প্রকৃতির হয়ে থাকে।

عاشق جو ہیں وہ یار کو مَرمَر کے پاتے ہیں
جب مرگئے تو اُسکی طرف کھینچے جاتے ہیں
جو مرگئے انہی کے نصیبوں میں ہے حیات
اِس راہ میں زندگی نہیں ملتی بجز ممات

*(বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, পঞ্চম খন্ড, রূহানী খাযায়েন, 21তম খণ্ড, পৃ: 17)*

যারা মৃত্যুবরণ করে তারাই প্রকৃত জীবন সুধা লাভ করে। মৃত্যু ব্যতীত এ পথে জীবন লাভ হতে পারে না।

একইভাবে গুরু গ্রন্থ সাহিবের পৃষ্ঠা ৯'র আসা মহলা প্রথম-এ এই বাণী লিপিবদ্ধ আছে ঃ

ساچے نام کی لاگے بھوکھ
اُت بھوکھے کھائے چلئے دُوکھ

আমি সত্য খোদার জন্য ক্ষুধার্ত বোধ করি। সুবহানআল্লাহ্, কি হৃদয়গ্রাহী উক্তি! যেভাবে রুটির জন্য ক্ষুধার্ত মানুষ বিচলিত হয়ে ওঠে, বিলম্ব হওয়ার সাথে সাথে তার চাহিদাও বৃদ্ধি পেতে থাকে, তারপর যখন একজন মানুষ খাবার দিয়ে তার ক্ষুধা নিবারণ করে

তখন সেই খাবারটি তার জীবনের একটি অংশে পরিণত হয়। তা থেকে বিশুদ্ধ রক্ত তৈরী হয়, শরীরও পুষ্টি ও বিকাশ লাভ করে, হৃদয়ও শক্তি পায়, মন দৃঢ়তা লাভ করে। তাই যারা খোদাতাআলাকে ভালবাসে, তাদের জন্য খোদাতাআলার স্মরণ ক্ষুধার্তদের জন্য উত্তম আহারের ন্যায় ঠিক একই নিয়ম বজায় রাখে। তিনি বলেন ঃ

"আমি প্রকৃত খোদার নামের ক্ষুধার্ত বোধ করি, আর আমার যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট সব খোদার নামের ক্ষুধায় দূরীভূত হয়।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এরই সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি বিষয়কে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

ہیں تیری پیاری نگاہیں دلبرا ایک تیغ تیز
جس سے کٹ جاتا ہے سب جھگڑا غم اغیار کا

*(সুরমায়ে চশমায়ে আরিয়া, রূহানী খাযায়েন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: 52)*

হে আমার প্রভু! তোমার স্নেহের দৃষ্টি আমার জন্য এমন এক ক্ষুরধার তরবারির ন্যায়, যার দ্বারা আমার উপর নিক্ষিপ্ত শত্রুদের সমস্ত দুঃখ-যাতনা দ্রুতগতিতে কেটে নিঃশেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ অন্যদের থেকে আমি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নির্লিপ্ত হয়ে যাই। আর একমাত্র তোমার ভালবাসায় আমি শান্তিপূর্ণ জীবন লাভ করি।

جے ہوئے نمانی سیو کماوِے
تان پرِیتم ہووے مَن پیاری

*(আসা মহলা পঞ্চম, গুরু গ্রন্থ সাহিব পৃ: 377)*

এর অনুবাদ হল : 'আত্মম্ভরিতা বিসর্জন করে মহান আল্লাহ্‌কে স্মরণ

করো, তবেই তাঁর স্নেহভাজন হয়ে উঠবে।' জামা'ত আহ্‌মদীয়ার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা বলেন ঃ

جو خاک میں ملے اُسے ملتا ہے آشنا
اے آزمانے والے ! یہ نسخہ بھی آزما
چھوڑو غرور و کبر کہ تقویٰ اِسی میں ہے
ہوجاؤ خاک مرضیٔ مولیٰ اسی میں ہے

*(বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, পঞ্চম খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, 21তম খণ্ড, পৃ: 17)*

(অর্থাৎ, যে ধুলায় মিলিত হয় সেইই প্রকৃত হিতৈষী (আল্লাহ্ তাআলাকে) লাভ করে। হে পরীক্ষাকারীরা! এই ব্যবস্থাপত্রটি পরীক্ষা কর। গর্ব এবং অহংকারকে সর্বতো ভাবে পরিত্যাগ করো কারণ তাক্ওয়ার এটাই দাবী। আল্লাহ্ তাআলার স্নেহশীলতালাভ ধূলিকণা হয়ে ওঠার সাথে সম্পর্কযুক্ত। -অনুবাদক)

এখন বলুন নামের সাথে কি ভেদাভেদ, যদি হৃদয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা একই রকম ভাবে সঞ্চারিত হয়? যদি মানবজাতিকে একইভাবে খোদাতাআলার সান্নিধ্য লাভের প্রকৃত পন্থা শেখানো হয়, তবে সেটাই আসল উদ্দেশ্য। নাম পরিবর্তনে কি যায় আসে।

হযরত কবির ভগত সাহেবকেও শিখ বিশ্বে অত্যন্ত সম্মানের সাথে দেখা হয়। তাঁর উল্লেখ গুরু গ্রন্থ সাহিবেও পাওয়া যায়। এক জায়গায় লেখা আছে ঃ

اوّل اللہ نُور اُپایا قُدرت کے سب بندے
ایک نور تے سب جگہ اُپجیا کون بھلے کو مندے

*(গুরু গ্রন্থ সাহিব, পৃষ্ঠা-1349, প্রভাতি রাগ)*

অর্থাৎ, সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তাআলারই অস্তিত্ব। অতঃপর তাঁর সৃজনশীল শক্তি ও জ্যোতি দ্বারা তিনি সব প্রাণবন্ত মানুষ তৈরী করেছেন, সকলেই তাঁর দাস। একটি মাত্র নূর থেকেই সমগ্র মহাবিশ্ব অস্তিত্ব লাভ করেছে। অতএব কাউকে ভাল বলা আর কাউকে মন্দ বলা উচিত নয়। সবাইকে স্নেহ করাই হল আল্লাহ্ তাআলাকে ভালবাসার নামান্তর।

কুরআন করীমে ব্যাপকভাবে এমন আয়াত বিদ্যমান যেখানে এই বিষয়টিকে বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করা হয়েছে।

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ *(সূরা নূর, 24:36)*

দেখুন! আল্লাহ্ কেবল এককভাবে শুধু মানবজাতির জন্য নয় বরং আসমান এবং ভূপৃষ্ঠেও তাঁর প্রভা বিদ্যমান। সর্বত্রই তাঁর কিরণমালার পরিস্ফূটন ঘটে চলেছে। সুতরাং একত্ববাদের মধ্যেই ভালবাসার প্রকৃত শিক্ষা পাওয়া যায়। এক খোদার সাথে যার সম্পর্ক আছে, যে খোদার একত্ববাদ (তাওহীদ)-কে অনুধাবন করে, তার হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের চিন্তা-ভাবনা কখনই আসতে পারে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"খোদা আকাশ ও পৃথিবীর আলো, অর্থাৎ প্রত্যেক আলো, যা সকল উঁচু ও নিচুস্থানে পরিদৃষ্ট হয়, তা সে আত্মাসমূহের মধ্যেই হোক কিংবা দেহসমূহে, ব্যক্তিগত হোক আর অর্জিত, প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য, অন্তরের জ্যোতি হোক বা বাইরের- সব তাঁরই দান।

এটি একথার ইঙ্গিত বহন করে যে, মহাসম্মানিত বিশ্ব প্রতিপালকের সার্বজনীন কল্যাণধারা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। কেউ তাঁর কল্যাণরাজির গন্ডিবহির্ভূত নয়।" *(বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, ৩য় খন্ড, রূহানী খাযায়েন, প্রথম খন্ড, পৃ: 191, টিকা -11, সংস্করণ-2008)*

সূর্যের এই কিরণকেই দেখুন, সারা পৃথিবীতে সে কেমন একইভাবে উদ্দীপিত, এই বৃষ্টির ধারাও সর্বত্র একই ধরণের সমৃদ্ধি বর্ষণ করে। এই সেই বায়ু যার দ্বারা হিন্দু, শিখ, মুসলিম, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ নির্বিশেষে সকলেই জীবনীশক্তি লাভ করে থাকে। তাই যেভাবে সেই এক খোদা সবার উপর তাঁর সাধারণ অনুগ্রহের ধারা অব্যাহত রেখেছেন, এখন যদি আমরা বিদ্বেষপূর্ণ ভাবধারা প্রচার করি তবে সেই খোদার সাথে আমরা কিভাবে সম্পর্কস্থাপন করব?

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ সম্পর্কে একটি অনিন্দ্য সুন্দর এবং গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি (সা.) বলেছেন ঃ "মাতৃগর্ভের যে প্রকোষ্ঠে সন্তান জন্ম নেয় আরবীতে তাকে 'রহম' বলে। আর রহম নামক সত্তা থেকে রহমান খোদার নাম নির্গত হয়েছে। যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ককে ছিন্ন করে, পার্থিব সম্পর্কের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে, সে রহমান (দয়াময়) খোদা থেকেও নিজেকে বিচ্যুত করে নেয়।"

তাই পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মেই আপনি এই শিক্ষা দেখতে পাবেন। এই কারণেই পবিত্র কুরআন করীম এ দাবী করেছে যে,

فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ *(সূরা বাইয়্যেনা, 98:4)*

অর্থাৎ এই সেই অসাধারণ গ্রন্থ, যা পৃথিবীর চিরন্তন শিক্ষাবলী থেকে

একেবারে ভিন্ন কিছু শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আসেনি বরং এর মধ্যে আপনি সমগ্র বিশ্বের অবশিষ্ট এবং চিরস্থায়ী শিক্ষাবলীর দৃষ্টান্ত দেখতে পাবেন।

গুরু গ্রন্থ সাহিবের শ্লোক ওয়ারাঁ মহলা প্রথম, পৃষ্ঠা ১৪১২-তে দুটি অনবদ্য পংক্তির উল্লেখ রয়েছে ঃ

جَو تَو پریم کھیلن کا چاؤ
سِرُ دَھر تلی گلی میری آؤ
اِٹ مَارگ پیر دھریجے
سِرُ دیجے کان نہ کیجے

এর অনুবাদ হল- যদি খোদা প্রেমের আকাঙ্খা থাকে তবে দুহাতে আপন মস্তক নিয়ে এই আস্তানায় এসো, যদি এই পথে চলতেই হয় তবে আত্মবলিদানে কোন প্রকার দ্বিধা-সংকোচ যেন না থাকে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন ঃ

تیرے کوچے میں کن راہوں سے آؤں
وہ خدمت کیا ہے جس سے تجھ کو پاؤں
محبت ہے کہ جس سے کھینچا جاؤں
خدائی ہے خودی جس سے جلاؤں

*(দুর্‌রে সমীন পৃ:- 50, প্রকাশক- নাযারাত এশায়াত রাবওয়া, মূদ্রণে- জিয়াউল ইসলাম প্রেস রাবওয়া)*

(অনুবাদ- আমি কোন পথে তোমার কাছে আসব? এমন কোন

সেবা যার দ্বারা আমি তোমাকে অর্জন করব? এটি সেই প্রেম যার মাধ্যমে আমি আকৃষ্ট হতে পারি- ধার্মিকতা দিয়েই আমি আমার অহংকারকে অবজ্ঞা করি।- অনুবাদক)

যতক্ষণ না আমি আমার অহংকারকে ভস্মীভূত করছি ততক্ষণ তোমার পথ আমি পাব না। কিন্তু আমার অহংকে ভস্মীভূত করা তোমারই ইচ্ছাধীন। একমাত্র খোদাই পারে মানুষের অহমিকাকে দূর করতে। এছাড়া মানুষের অহং নির্মূল করা যায় না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর 'সতবচন' গ্রন্থে শিখ বুজুর্গদের উদ্ধৃতি বহুল পরিমাণে তুলে ধরেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, শিখ ধর্মের অনুশাসন এবং ইসলামের শিক্ষাবলীর মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। একই জ্যোতির্মন্ডল হতে প্রস্ফুটিত (দুইটি) স্রোতস্বিনী মাত্র। তবে কেন আমরা একে অপরের বিরোধিতা করে চলি! কেনই বা আমাদের মধ্যে এত বৈপরীত্য! কিন্তু তিনি (আ.) এই নিষ্কর্ষ কেবল শিখ ও মুসলমানদের সম্পর্কেই নয় বরং হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম সম্বন্ধেও তুলে ধরেছেন। তিনি (আ.) বার বার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই উপদেশ প্রদান করেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী ধর্মগুলি এই আদি বিশ্বাসে সহমত পোষণ না করবে যে, তারা সব একই পরাৎপর খোদার মহিমা হতে সৃষ্ট আর সেই চিরঞ্জীব খোদার জ্যোতি থেকে তারাও জ্যোতির্ময় হয়েছে, ততক্ষণ অবধি বিশ্বে প্রকৃত শান্তি স্থাপন হওয়া অসম্ভব।

বহু উদ্ধৃতি রয়েছে, কিন্তু সময় স্বল্পতার দরুন সেগুলি ছাড়তে হচ্ছে। 'জপ জি ও সুখমণি সাহিব' এটি শিখদের একটি গীত সংকলনের গ্রন্থ, যার মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা ও তাঁর স্মরণ (যিক্‌র) বর্ণিত হয়েছে। এর অনুবাদ খাজা দিল মুহাম্মদ সাহেব উর্দু কবিতার

ছন্দে করেছেন। এর মধ্যে থেকে কয়েকটি পংক্তি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি ঃ

| | |
|---|---|
| ایک اُونکار خُدا ہے واحد | سچا جس کا نام |
| کرتا دھرتا دُنیا کا بے ڈر | بے لاگ مدام |
| موت سے بالا پاک جنم سے | قائم اپنے آپ |
| اپنے گُر کی رحمت سے | تُو نام اُسی کا جاپ |
| سچّا روزِ اَزل سے پہلے | سچا روزِ ازل بھی وہ |
| سچّا ہے وہ آج بھی نانک | سچّا ہوگا کل بھی وہ |

*{জপ জি ও সুখমণি সাহিব পৃ: 3 (খাজা দিল মুহাম্মদ সাহেব) প্রকাশক - আজাদ বুক ডিপো, হল বাজার অমৃতসর}*

(অনুবাদ: এমন একজন খোদা'ই আছেন, যার নাম 'অস্তিত্বশীল' যিনি জগতের স্রষ্টা, ত্রাণকর্তা, যিনি সর্বব্যাপী, ভয়মুক্ত (নির্ভয়), চিরঞ্জীব, মৃত্যুর ঊর্ধ্বে তাঁর অবস্থান- তিনি অবিনশ্বর, যিনি জন্মান্তর থেকে পবিত্র- স্বয়ম্ভূ, অদ্বিতীয় এক সত্তা। তোমার গুরুর কৃপায় তুমি তাঁর নাম জপ কর। নিরাকার (খোদা) মহাবিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে সত্য ছিলেন, যুগের আদিতেও সত্য (রূপ) ছিলেন। এখন তিনি বর্তমানেও আছেন, শ্রী গুরু নানক দেব জী বলেছেন, ভবিষ্যতেও এই সত্যস্বরূপ নিরাকার এবং অস্তিত্বশীল থাকবে। - অনুবাদক)

এটা পাঠ করার পর হৃদয় স্বতঃ সেই মহান ব্যক্তির প্রেমে মগ্ন হতে চায়, যার মুখ নিঃসৃত বাণী এটি, আর আল্লাহ্ তাআলার প্রতিও হৃদয়ে এক প্রকার ভালবাসার আবেগ উদ্বেল হয়ে ওঠে। এটা সেই

বাণী যা প্রতিটা মুসলমানকে কুরআন করীমের অসংখ্য আয়াতকে স্মৃতিপটে ভাস্বর করে তোলে, যেখানে উপরোক্ত বিষয়টিকেই আরবী ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং ঐশী বাণী একই, যা একই প্রেমাস্পদের দিকে চালনা করে। তার ভাষায় ভিন্নতা থাকলে কি যায় আসে। এর জন্য কি আমাদের নিজেদের মধ্যে অশান্তি এবং পরস্পরের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করতে হবে? ধর্মীয় বৈপরীত্য তার নিজের জায়গায় কিন্তু প্রতিটা ধর্মের বুনিয়াদী শিক্ষা হল মানুষকে মানুষের কাছে নিয়ে আসা। আর তার দাবী হল, যদি কোন ধর্ম মানুষকে মানুষের নিকট না করে তবে সে ধর্ম মানুষকে খোদাতাআলারও নিকটবর্তী করতে পারবে না। এটা এমন এক শাশ্বত সত্য যেখানে আপনি কোন ব্যতিক্রম দেখবেন না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবদের হতে পারে না, সে আল্লাহ্ তাআলারও হতে পারে না। তাই আমি খোদার নামে আপনাদের উপদেশ দিচ্ছি যে মানবতার শিক্ষার প্রতি জোর দিন। প্রতিটা ধর্মের এটাই সেই অন্তিম শস্ত্র যার সাহায্যে অপশক্তিকে বধ করা যেতে পারে। মানবতাকে যদি পুনরুজ্জীবিত না করা যায় সেক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তির শয়তানী প্রবৃত্তিকেও বধ করা অসম্ভব। সে সব সময়ই তার সাথে থেকে তার জীবনকে নরক বানিয়ে তুলবে।

"জপজি"-র অপর এক স্থানে খাজা দিল মুহাম্মদ সাহেব যে অনুবাদ তুলে ধরেছেন তা হল ঃ

گائے کون خدا کی قُدرت — تاب یہ کس انسان میں ہے
گائے کون خدا کی رحمت! — ماہر کون نشان میں ہے
گائے کون خدا کی عظمت — عالی شان وقار اُس کا

گائے کون خدا کی حکمت　　مشکل سوچ بچار اُس کا
گائے کون اُسے جوتن کو　　زینت دے کر خاک بنائے
گائے کون اُسے جو پیدا　　کر کے مارے اور جلائے

گائے کون اُسے جو ہم سے　　پاس بھی ہے اور دور بھی ہے
گائے کون اُسے جو حاضر　　ناظِر پاک حضور بھی ہے
ختم نہ ہوں گی اُس کی باتیں　　سارا حال بیان نہ ہو

وصف کروڑوں گائیں کروڑوں　　پوری لیکن شان نہ ہو
لینے والے تھک جاتے ہیں　　داتا دیتا جاتا ہے
جُگ جُگ میں ہر کھانے والا　　اس کی نعمت کھاتا ہے

حکم سے اپنے حاکم نے　　دنیا کو راہ دکھائی ہے
خود آنند رہے وہ نانکؔ　　کیسی بے پرواہی ہے

*(জপজি ও সুখমনি সাহিব পৃ: 7; পৌড়ি নম্বর-3 প্রকাশক- আযাদ বুক ডিপো, হল বাজার, অমৃতসর)*

(অনুবাদ: ঐশী শক্তির জয়গান করে এমন শক্তি কার আছে ? খোদার অসীম করুণা গাঁথা গাইতে পারে ধরাপৃষ্ঠে এ শক্তি কার ? খোদার শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর মর্যাদা ও মহানুভবতা অনুধাবন করা মানুষের সাধ্যাতীত। খোদাতাআলার প্রজ্ঞা এবং তাঁর জ্ঞান হল দুঃসাধ্য সব বিষয়। কিভাবে তিনি দেহ সৌষ্ঠব দান করে আবার তাকে মৃত্তিকায় পরিণত করেন এবং কিভাবে তিনি সৃষ্টি করেন এবং ধ্বংস করেন তা

কে বলতে পারে? তিনি আমাদের নিকটে থেকেও আবার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আর তাঁর জয়গান কে করতে পারে যিনি সর্বাবস্থায় বিরাজমান? তাঁর মহিমা-বর্ণন কখনও নিঃশেষ হওয়ার নয়। অগণিত গুণাবলীর ধারক হয়েও তাঁর গুণাবলীর পরিসীমা অন্তহীন, কোটি কোটি জীব প্রভুর গুণগান বর্ণনা করেছে, তবুও তাঁর আসল স্বরূপ পাওয়া যায়নি। মহান দাতা জীবকে বস্তুগত পদার্থ (অক্লান্তভাবে) দান করে চলেছেন, কিন্তু গ্রহণকারীরা সেই সম্পত্তি গ্রহণ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। যুগ যুগ ধরে সমস্ত জীব তাঁর মহান অনুগ্রহ ভোগ করতে থাকে। মহান সর্বাধিপতি শাসকের নির্দেশনা আমাদেরকে তাঁর পথে পরিচালিত করে। শ্রী গুরু নানক দেব জী মহাবিশ্বের প্রাণীদের উপদেশ প্রদান করে বলেন যে তিনি নিরাকার (অর্থাৎ ওয়াহে গুরু খোদা) উদ্বিগ্ন না হয়ে সর্বদা (এই জগতের প্রাণীদের উপর) খুশি ও সন্তুষ্ট থাকে।- অনুবাদক)

এখন আমি আপনাদেরকে কুরআন করীমের কতিপয় আয়াতের ছোট ছোট অংশ শোনাব, ফলে আপনাদের মনে পড়বে, সেই শিক্ষা কেমন ভারসাম্যপূর্ণ ছিল, যা একে অপরের দিকে পরিচালনা করে চলেছে। এই কারণেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বার বার এই কথার উপর জোর দিয়েছেন যে হযরত গুরু বাবা নানক কুরআন করীম-এর অনুরাগী ছিলেন এবং কুরআন করীমের তিনি অধ্যয়ন করতেন। এ বিষয়ে তিনি (আ.) বলেন, এর মাধ্যমে আপনাদের এবং আমাদের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হওয়া উচিত, ঘৃণা নয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল, মানুষ ধর্মকে আজ নিম্নস্তরে নামিয়ে এনেছে, উচ্চ নৈতিকতার আচরণকে বাদ দিয়ে আজ সংকীর্ণতার দিকে ধর্মকে টেনে আনা হয়েছে। ফলতঃ পারস্পরিক মতানৈক্য আজ প্রবল আকার ধারণ করেছে। এখন শুনুন কুরআন কি বলে ঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ *(সূরা আশ শূরা, 42:12)*

অর্থাৎ "কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা"।

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ○ *(সূরা আল কাহাফ, 18:110)*

অর্থাৎ "তুমি বল, যদি সমুদ্র আমার প্রতিপালকের বাক্যসমূহের জন্য কালি হয়ে যায়, তথাপি আমার প্রতিপালকের বাক্যসমূহ শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে। যদিও আমরা এর সাহায্যার্থে সমপরিমাণ (সমুদ্র) আরও এনে দিই।"

এটি সেই একই নিবন্ধ যা আমি অন্য কথায় একটু আগেই আপনাদের শুনিয়েছি।

هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○ *(সূরা ইউনুস, 10:57)*

"তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন এবং তাঁরই দিকে তোমাদের (সকলকে) ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।"

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ○
*(সূরা আল মায়েদা 5: 89)*

অনুবাদ : "এবং যা কিছু আল্লাহ্ তোমাদেরকে রিয্ক দিয়েছেন সেগুলি হতে তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও এবং আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তাঁর তাক্ওয়া অবলম্বন কর, যার উপর তোমরা ঈমান আনয়নকারী।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন ঃ

"আমাদের খোদা খুব আশ্চর্যজনক খোদা, তাঁর সমকক্ষ কে

আছে? আর বিস্ময়কর তাঁর কাজ, কে আছে যার কাজ তাঁর সমতুল্য? তিনিই সর্বশক্তিমান।" *(নসীম দাওয়াত, রূহানী খাযায়েন, 19তম খণ্ড পৃ: 435)*

পরিশেষে, এই নিবন্ধটি শেষ করার পূর্বে এবং হিন্দু শিক্ষাবলীর কতিপয় দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে তুলে ধরার আগে, আমি আপনাদের সামনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি পেশ করছি যা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ও তাঁর তাওহীদের প্রতি ভালবাসা প্রকাশের জন্য। তিনি (আ.) বলেন ঃ

"খোদাকে নিজ গুণাবলীতে এক এবং অদ্বিতীয় বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর মাঝে কোন খুঁত নেই। তিনি পূর্ণ গুণাবলীর সমষ্টি আর পবিত্র শক্তিসমূহের আধার। তিনি সমস্ত সৃষ্টির ভিত্তি এবং যাবতীয় কল্যাণের উৎস এবং তিনি সর্বপ্রকার পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের মালিক এবং যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি দূরত্ব সত্ত্বেও সন্নিকটে বিদ্যমান এবং নৈকট্য সত্ত্বেও তিনি দূরে অবস্থিত। তিনি সবার উর্দ্ধে কিন্তু তাঁর নীচে আর কেউ আছে একথা বলা যায় না। তিনি সবচেয়ে গোপনীয় কিন্তু তাঁর চেয়েও বেশী প্রকাশ্য অন্য কেউ আছে একথা বলা যাবে না। তিনি নিজ অস্তিত্বে জীবিত আর প্রত্যেক সত্তা তাঁর কারণে জীবন্ত। তিনি নিজ সত্তায় অনাদি এবং প্রতিটি জিনিষ তাঁর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। তিনি যাবতীয় জিনিষের বাহক কিন্তু তিনি কারও দ্বারা বহনকৃত নন। এমন কোন বস্তু নেই যা তাঁকে ছাড়াই নিজে নিজে সৃষ্ট কিম্বা তাঁর সাহায্য ছাড়া নিজেই বেঁচে থাকতে পারে। তিনি প্রত্যেকটি বস্তুর পরিবেষ্টনকারী কিন্তু এই বেষ্টনী বোঝানো দুষ্কর। তিনি আকাশ এবং পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুর জ্যোতি এবং প্রত্যেকটি জ্যোতি তাঁর দ্বারা আলোকিত এবং তাঁরই সত্তার প্রতিবিম্ব। তিনি

সমস্ত জগতের প্রতিপালক। এমন কোন আত্মা নেই যা তাঁর দ্বারা পালিত না হয়ে নিজ সত্তায় বর্তমান। আত্মার যাবতীয় ক্ষমতা নিজ থেকে সৃষ্ট নয় বরং তাঁরই প্রদত্ত।"

*(লেকচার লাহোর, রূহানী খাযায়েন, 20তম খণ্ড, পৃ: 152-153)*

সুতরাং পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম প্রকৃতপক্ষে সব এক শাশ্বত খোদারই দিকে মানবজাতিকে আহ্বান করে থাকে। আর, এক খোদার সাথে প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপনই হল আন্তঃধর্ম সম্প্রীতি স্থাপনের মূল রহস্য। এছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই যা মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে পরিচালিত করতে পারে।

খোদা স্বয়ং তাঁর বান্দাদের একত্রে মিলন ঘটাবেন। যারা খোদা অবধি পৌঁছে যায়, আর খোদা অবধি সেই পৌঁছতে সক্ষম যে পূর্ব হতেই তাঁর বান্দাদের সাথে মিলিত থেকে উচ্চ স্তর লাভ করে। যারা মানুষের সাথে সংযোগ ছিন্ন করে আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হয় তাদের আর খোদার মাঝে ব্যবধান প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকে। এটা শুধুই আত্মপ্রতারণা মাত্র। তাই আমি অন্তিমবারের মতো আবারও আপনাদের উপদেশ দিচ্ছি যে, হে আমাদের শিখ ভাইরা, যারা এখানে আমাদের সঙ্গে খুবই উত্তম আচরণ করেছেন এবং ভালবাসার সাথে উন্মুক্ত বাহুবন্ধনে আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছেন, আর যেখানে যেখানে যে যে রাস্তায় আমি গিয়েছি, শিখরা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পরম ভালবাসা ও স্নেহের সাথে তাদের হাত নেড়ে সম্ভাষণ জানাতে দেখেছি। বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতে দেখেছি। এমনকি একটি পরিবারের খুবই ছোট ফুটফুটে একটা শিশু ছাদে চড়ে হাতজোড় করে আমাকে তাদের বাড়িতে আসার অনুরোধ করে, আমি তাদের বাড়িতে যাই, সেখানে দুধ পান করি। এসব চিন্তা করে আমার মনে

হল, মহান আল্লাহ্‌র করুণার দুধ তো সবার জন্য সমান। খোদাতাআলার স্নেহের অমৃতই হল মানবজাতির বিকাশের জন্য একমাত্র পানীয়। এটা ব্যতিরেকে জীবন অসম্ভব। সুতরাং পারস্পরিক মতভেদকে তাদের জায়গায় রাখুন কিন্তু একত্ববাদকে আপনার অন্তরে ভালবাসা তৈরীর সুযোগ করে দিন। তাকে হৃদয়ে সেই উদ্দীপনা সৃষ্টির সুযোগ করে দিন যার পরে রং এর ভেদাভেদ যেন আমাদের পৃথক করতে না পারে। ভৌগলিক বৈষম্যও যেন আমাদের মধ্যে দূরত্ব তৈরী করতে না পারে। আবার ধর্মীয় ভেদাভেদও যেন আমাদের পৃথক করতে সক্ষম না হয়। একমাত্র খোদাতাআলার প্রতি ভালবাসাই আমাদেরকে সংঘবদ্ধ রাখতে সক্ষম। এর বহু নান্দনিক দৃষ্টান্ত আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। খোদা করুন যেন এই কাদিয়ান, যাকে তিনি 'দারুল আমান' (শান্তির নিবাসস্থল) বলে বর্ণনা করেছেন, সর্বদা যেন দারুল আমানই হয়ে থাকে আর এর আমন বা শান্তি যেন পৃথিবীব্যাপী প্রসারিত হতে থাকে। বিশ্বজুড়ে শান্তির এই প্রসারকার্যে শিখ এবং হিন্দু আপনারা উভয়েই আমাদের সাহায্য করুন। আসুন, আমরাও আপনাদের সাথে হাত মিলিয়ে বিশ্বকে এ বার্তা দিই যে, হে বিশ্ববাসীগণ! এই কাদিয়ান পুণ্যভূমিতে আসুন আর শান্তিতে জীবন ধারণ করার কৌশল শিখে যান। নিরাপত্তার সাথে জীবন ধারণের শৈলী শিখে যান। আজ, আমরা সমবেত হয়ে আপনাকে এক শান্তিপূর্ণ বিশ্বের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। আর এ বিশ্ব হল এক খোদাতাআলার বিশ্ব। এ বিশ্বে না আসা পর্যন্ত প্রকৃত শান্তি কোন মতেই অর্জিত হতে পারে না।

এখন আমি আপনাদের সামনে হিন্দু ধর্মে বর্ণিত একেশ্বরবাদের শিক্ষার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরব। গীতার একটি শ্লোক যার অনুবাদ **'দিল কি গীতা'** নামে প্রকাশ করা হয়েছে, এর অষ্টম অধ্যায়ের শ্লোক

২০ এ উল্লেখ আছে ঃ

پرے غیب سے بھی ہے ایک ذات غیب
وہ ہستی فنا کا نہیں جس میں عیب
کسی کی نہ کچھ بات باقی رہے
فقط ایک وہی ذات باقی رہے

(অনুবাদ : অদৃশ্যের অন্তরালেও অদৃশ্য একটি সত্তা বিদ্যমান- অনাদি ও ত্রুটিহীন সেই সত্তার কোন বিনাশ নেই। কোনও কিছুই শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে না- একমাত্র সেই মহান অস্তিত্ব ব্যতিরেকে।- অনুবাদক)

কুরআন করীম বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করেছে ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ○ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ○

*(সূরা রহমান, 55:27-28)*

অনুবাদ : এর (ভূপৃষ্ঠের) উপর যা কিছু আছে সবই নশ্বর, এবং অবিনশ্বর হয়ে থাকবে (কেবল) তোমার প্রতিপালকের সত্তা যিনি প্রতাপ এবং সম্মানের অধিপতি।

অর্থাৎ খোদাতাআলার অপার অনুগ্রহে আমরা বেঁচে আছি। যদি কখনো এটি বিমুখ হয় তবে কোন অবস্থাতেই আমরা আর বাঁচবো না। বাহ্যতভাবেও নয় আর না আধ্যাত্মিকভাবে।

**'দিল কি গীতা'** গ্রন্থ থেকে আরও একটা স্তোত্র আপনাদের সামনে রাখছি। অধ্যায় ৯ শ্লোক ২২ এ লেখা আছে ঃ

جو کرتے ہیں خالص عبادت میری

جو یکدل ہوں جی میں نہ رکھیں دوئی
کروں حاجتیں ان کی پوری تمام
وہ میری حفاظت میں ہوں صبح و شام

(অনুবাদ : নিষ্কলুষ হৃদয়ে একাত্মতার সাথে যে শুধু আমার ইবাদত করে আমি তার সকল চাহিদা পূরণ করি, এবং সকাল-সন্ধ্যা সে আমার নিরাপত্তা বেষ্টনীতে সুরক্ষিত থাকে।- অনুবাদক)। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন ঃ

چاہئے تجھ کو مٹانا قلب سے نقشِ دوئی
سر جھکا بس مالکِ ارض و سما کے سامنے

*(আল ফযল 13 জানুয়ারী 1928)*

(অনুবাদ : হৃদয় থেকে দ্বৈততার লক্ষণ মুছে ফেলে আকাশ ও পৃথিবীর অধিপতি (খোদা)'র সমীপে নিজেকে সমর্পণ করা উচিত। - অনুবাদক)। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ

فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ○

*(সূরা মো'মিন 40:15)*

অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ডাক- আনুগত্যকে একমাত্র তাঁরই জন্য বিশুদ্ধ করে, যদিও কাফেররা এটাকে অপছন্দ করুক না কেন।

ভগবদগীতার ৩৬৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ঃ

"হে অর্জুন! তোমার কার্য, তোমার আহার, তোমার আরাধনা, তোমার দান-ধ্যান, তপস্যা-সাধনা এ সব কিছুই আমি পরমেশ্বরের নিমিত্তে অর্পিত।"

فقط میری خاطر تو ہر کام کرے
ہون دان دے سب میرے نام پر
تیرا کھانا پینا ہو میرے لئے
تیرا تپ سے جینا ہو میرے لئے

(অনুবাদ : শুধু আমারই জন্য কার্যত তোমার সব কিছু। সবাই যেন আমারই নামে হবন দান করে। তোমার পানাহার, তপস্যা-সাধনার মাধ্যমে জীবনলাভ সবই যেন আমারই উদ্দেশ্যে হয়। - অনুবাদক)

এই বিষয়টিকে কুরআন করীম খুব সুন্দরভাবে এরূপ বর্ণনা করেছে যে, হে মুহাম্মদ (সা.) তুমি এ ঘোষণা দাও ঃ

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ○

*(সূরা আনআম, 6:163)*

অর্থাৎ, দেখো, আমি সম্পূর্ণরূপে খোদাতাআলার প্রতি সমর্পিত। নিশ্চয় আমার নামায এবং আমার কুরবাণী এবং আমার জীবন এবং আমার মরণ সবকিছুই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

হযরত মসীহ্ মাউওদ (আ.) বিষয়টিকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

"যখন একজন ব্যাক্তির খোদার প্রতি ভালবাসা এই পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, তার জীবন ও মরণ নিজের জন্য না হয়ে বরং খোদার

জন্য হয়ে যায়, তখন সেই খোদা, যিনি সর্বদা যারা তাঁকে ভালোবাসে তাদের ভালবাসেন, তার প্রতি স্বীয় ভালবাসার প্রকাশ করেন। অতঃপর এই দুই প্রেমের সম্মিলনে মানুষের মধ্যে এক ঐশী দীপ্তির সৃষ্টি হয়, যা বিশ্ব চিনতে পারে না এবং বুঝতে পারে না। হাজার হাজার পরম সত্যনিষ্ঠ সিদ্দীক ও খোদার মনোনীত সিদ্ধ পুরুষ এই কারণেই নিহত হয়েছিলেন কারণ পৃথিবী তাঁদের শনাক্ত করে নি। পৃথিবীবাসী তাঁদের দীপ্তিময় মুখশ্রী দর্শন করতে পারেনি বলেই তাঁরা প্রতারক ও স্বার্থপর বলে আখ্যায়িত হয়েছেন।" *(তাকরীর জলসা মাযাহাব, পৃঃ 76)*

সুতরাং যারা উদ্দীপিত জ্যোতির বিরোধিতা করে এবং ধর্মগুরুদের রক্ত পিপাসু হয়ে ওঠে, তারা খোদাতাআলার সাথে সম্পর্কছিন্ন হওয়ার কারণে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় দিন যাপন করতে থাকে। যেভাবে একজন দৃষ্টিহীন সঠিক রাস্তা অনুধাবন না করে অনেক সময় দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে বসে, অনুরূপ অবস্থা হৃদয়ের দিক থেকে মৃত ব্যক্তিরও হয়ে থাকে। কিন্তু যারা খোদাকে সত্য সত্যই ভালবাসে তাদেরকে জ্যোতির্ময় করে তোলা হয়; সে যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন এই ভালবাসার ফলশ্রুতিতে সে তার হৃদয়ের চক্ষু দ্বারা খোদাতাআলার মনোনীতদের শনাক্ত করতে সক্ষম। আর খোদাতাআলার একজন একনিষ্ঠ প্রেমিক অপর একজন নিষ্ঠাবান প্রেমিকের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেই পারে না। কারণ তাকে তার অন্তর্দৃষ্টি তার পরিচয় সম্পর্কে অবগত করে। এটা এমন এক জ্যোতি যার মাধ্যমে তারা একে অপরকে আভাসিত করে আর উভয়ে তারা পরস্পরের প্রতি প্রেমের আবেগ ধারণ করে। ভগবদগীতার পৃ: ৬৬৪ এ বর্ণনা আছে ঃ

"হে অর্জুন! সর্বাবস্থায় এই ঈশ্বরের শরণাগত হও তবেই তার করুণায় অসীম শান্তি ও মর্যাদা লাভ করবে।"

تو ملجا و ماویٰ اُسی کو بنا
اسی ذات میں اپنی ہستی لگا
تو رحمت میں اس کی سما جائیگا
سکون وبقا اس سے پا جائیگا

(অনুবাদ : তুমি তোমার অন্তিম ঠিকানা ও আশ্রয়স্থল শুধু তাঁকেই বানাও। সেই মহান সত্তার শরণাপন্ন হয়ে তাঁর সাথেই একমাত্র নিজেকে সংশ্লিষ্ট করে তোল। এর ফলে তুমি তাঁর করুণার আঁচলে স্থান পাবে, আর শান্তির অমরত্ব জীবন তুমি লাভ করবে।- অনুবাদক)

কুরআন করীম বর্ণনা করছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ○

(*সূরা আর রা'দ, 13: 29*)

অনুবাদ : যারা ঈমান আনে এবং যাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র স্মরণে প্রশান্তি লাভ করে। স্মরণ রেখো! আল্লাহ্‌র স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ মানুষ যা খুশি করতে পারে, যে দিকে ইচ্ছা যেতে পারে, তবে একমাত্র খোদাতাআলার স্মরণ আর তাঁর প্রকৃত ভালবাসা ছাড়া মানুষ কখনোই শান্তিময় জীবন লাভ করতে পারে না।

'দিল কি গীতা' অধ্যায় ১৮ শ্লোক ৬৬ এ উল্লেখ আছে ঃ

تو سب دھرم چھوڑ اور لے میری راہ
تو مانگ آکے دامن میں میرے پناہ

تیرے پاپ سب دورکر دوں گا میں
نہ غمگین ہو ، مسرور کردوں گا میں

(অনুবাদ : তুমি সর্ব প্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও এবং আমার আশ্রয় কামনা কর, আমি তোমার সমস্ত পাপ দূর করে দেব, দুঃখ করো না, আমি তোমাকে সুখী করব।- অনুবাদক)

আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমে বর্ণনা করছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ (*সূরা আন্‌কাবূত, 29:8*)

অনুবাদ- এবং যারা ঈমান আনে এবং সৎ কর্ম করে, নিশ্চয় আমরা তাদের পাপ সমূহকে তাদের নিকট হতে দূর করে দেব এবং নিশ্চয় আমরা তাদেরকে তাদের কৃত-কর্মসমূহের সর্বোত্তম পুরস্কার দান করব। *(সূরা আন্‌কাবূত, 29:8)*

সময় সীমাবদ্ধতার কারণে আমি বাকি উদ্ধৃতিগুলি ছেড়ে দিলাম। এখন আমি খোদাতাআলার তাওহীদ (একত্ববাদ) ও তাঁর প্রতি ভালবাসার উল্লেখের পর শিখ ও হিন্দু ধর্মে প্রদত্ত মানবতার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের শিক্ষামালা হতে কতিপয় উদ্ধৃতি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। গুরু গ্রন্থ সাহিবের পৃ: ১২৯৯ মহলা পঞ্চম এ বর্ণিত ঃ

بِسَر گئی سب تات پُرائی
جب تے سادھ سنگت موہے پائی رہاؤ

نہ کو بیری نہیں بیگانہ
سگل سنگ ہم کو بن آئی

পংক্তিগুলির অনুবাদ হল : আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী, অপরিচিত কেউ নয়, সবই আপন। আর কেউই আমাদের শত্রু নয়, সবার প্রতি আমাদের আন্তরিক ভালবাসা বিদ্যমান। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেছেন ঃ

"আমি সকল মুসলমান, খ্রিষ্টান, হিন্দু এবং আর্যদের সম্মুখে এ কথা স্পষ্ট করছি, পৃথিবীতে কেউ আমার শত্রু নয়। আমি মানবজাতিকে স্নেহময়ী মা যেভাবে নিজের সন্তানদের ভালবাসে তদপেক্ষাও বেশি ভালবাসি। আমি কেবল সেসব ভ্রান্ত মতবাদের বিরোধী যার মাধ্যমে সত্যের বিনাশ হয়। মানুষকে ভালবাসা আমার কর্তব্য।" *(আরবাঈন নম্বর-1, রূহানী খাযায়েন 17তম খণ্ড, পৃ: 344)*

একইভাবে গুরু গ্রন্থ সাহিবের পৃষ্ঠা ৯৯১'র প্রথম মহলাতে হযরত গুরু বাবা নানকের উদ্ধৃতি বিদ্যমান ঃ

مندا جانے آپ کو اور بھلا سنسار

অর্থাৎ মানুষ যেন নিজেকে দুর্বল ও অধম জ্ঞান করে, আর জগত সংসারকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম খেয়াল করে। বিনয় প্রদর্শনের এটি একটি উচ্চস্তরীয় অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন ঃ

بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں
شاید اسی سے دخل ہو دارالوصال میں

যদি তুমি তোমার চিন্তা-চেতনায় নিজেকে অন্য সকল মানুষের চেয়ে নিম্নস্তরের ও দুর্বল জ্ঞান করো, তবে খুব সম্ভব এভাবে তুমি শীঘ্রই খোদাতাআলার সান্নিধ্য লাভ করবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তাআলা এ যুগের প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ হিসাবে প্রেরণ করার কারণ বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

''تیری عاجزانہ راہیں اُس کو پسند آئیں۔''

হে সেই ব্যক্তি যাকে আমি এ যুগের জন্য ইমাম নিযুক্ত করছি, তা এই কারণে নয় যে তুমি এক সুমহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী, বরং এই জন্য যে তুমি তোমার স্বীয় সত্তার একেবারে বিনাশ সাধন করে ধূলিকণায় পরিণত হয়েছ, আর আপন ব্যক্তিত্বের কিছুই অবশিষ্ট রাখনি। বিনয়ের এহেন অবস্থানের পর, খোদা স্বয়ং বান্দাদের মধ্যে আবির্ভূত হন। এটি ভিন্ন খোদালাভ করা শুধু দুরূহ নয় বরং অসম্ভব।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেন ঃ

"মানুষের কাজ কেবল এই যে, সে নিজ আমিত্বের উপর মৃত্যু আনয়ন করবে। এই শয়তানী অহংকার পরিত্যাগ করবে যে, আমি একজন জ্ঞানী-গুণী বরং নিজেকে এক অজ্ঞের ন্যায় মনে করবে এবং দোয়ায় নিয়োজিত থাকবে। তা হলে তাওহীদের জ্যোতিঃ খোদার তরফ হতে তার উপর অবতীর্ণ হবে এবং তাকে এক নূতন জীবন দান করা হবে।"

*(হকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, 22তম খণ্ড, পৃ: 148)*

আবার গুরু গ্রন্থ সাহিবের পৃঃ ১৪১'র প্রথম মহলাতে উল্লেখ

আছে ঃ

حق پرایا نانکا اُس سور اُس گائے
گُر پیر ہاماں تاں بھرے جال مردارنہ کھائے

এর অনুবাদ হল : কাউকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল মুসলমানদের জন্য শূকর আর হিন্দুদের জন্য গোমাংস ভক্ষণের নামান্তর। গুরু কখনোই এর সমর্থন করবেন না। ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং অপরের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করা হতে বিরত রাখার কি অসাধারণ শিক্ষা! সকল ধর্মের অনুসারীরা যদি তাদের স্বীয় ধর্মের পবিত্র শিক্ষার দিকে ফিরে যায় তবেই একমাত্র শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব, এছাড়া আর কোন বিকল্প পথ নেই।

ভাই নন্দলাল জী'র 'রাহিতনামা'য় উল্লেখ আছে ঃ

خَلق خالق کی جان کہہ خلق دکھاوے ناں ہے
خلق وکھے جب لال جی خالق کو پے تا ہے

এর অনুবাদ হ'ল : খোদার সৃষ্টিকে কখনও আঘাত করো না। যে ব্যক্তি খোদার সৃষ্টিকুলকে কষ্ট দেয় তাকে খোদা কখনও মার্জনা করবেন না।

মহানবী (সা.) এই বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمْهُ اللّٰهُ

*(মুসলিম কিতাবুল ফাযাইল, বাবু রহমাতুল সাবিয়ান ওআল আয়াল)*

অর্থাৎ, "যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার বান্দাদের উপর

দয়া না করে তবে আল্লাহ্ তাআলাও তার উপর সদয় হবেন না।" সুতরাং এ বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করা খুবই জরুরী। নয়ত যথার্থরূপে আমরা না ধর্মের একটি উদ্দেশ্যকে লাভ করতে সক্ষম হব, আর না ধর্মের অপর উদ্দেশ্যটি বাস্তবায়িত হবে। ধর্মের উদ্দেশ্য মাত্র দুইটি- মানুষকে মানুষের নিকটে নিয়ে আসা আর মানুষকে খোদার নৈকট্যলাভের সুব্যবস্থা করা।

ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম একবার বলেন ঃ

"ঐ ব্যক্তির সাথে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই, যে ছোটদের প্রতি দয়া আর বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না।"

*(তিরমিযি, কিতাবুল বির্ ওয়াস্সিলা, বাবু মা জা'আ ফি রহমাতিস সাবিয়ান)*

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন ঃ

"এই শিক্ষার সারমর্ম এটাই যে,..... কোন ধর্ম, জাতি অথবা কোন গোষ্ঠির মানুষকে (তা সে যে ধর্মের সাথেই তার সম্পর্ক থাক না কেন) ক্ষতি ও অপকারের সংকল্প করবেন না, সবার প্রকৃত শুভাকাঙ্খী হয়ে উঠুন। কোন দুর্বৃত্ত, দাঙ্গাবাজ, বদমাস, অসাধু ব্যক্তি যেন আপনাদের বৈঠকসমূহের অংশ না হয়। সর্ব প্রকার মন্দকে পরিহার করুন এবং সার্বিক কল্যাণ অর্জনে ব্রতী হোন।"

*(কাশফুল গিতা, রূহানী খাযায়েন, 14তম খণ্ড, পৃ: 187-188)*

দেখুন হযরত গুরু বাবা নানক সাহেব (রহ.) কত উত্তম রূপে পরিশ্রমের সার্থকতা ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

"আপনি যদি স্বহস্তে কঠোর পরিশ্রম করেন এবং অভাবিদের সাহায্য করেন তবেই আপনি খোদাতাআলার পথের সন্ধান লাভ

করবেন।" *(গুরু গ্রন্থ সাহিব পৃ: 1245)*

শিখ জাতি এর একটি দিক অত্যন্ত আন্তরিকভাবে এবং বিশ্বস্ততার সাথে অনুশীলন করেছে এবং তা হল কায়িক শ্রম। দেশভাগের পূর্বে একটা দীর্ঘ সময় আমি শিখদের সঙ্গে কাটিয়েছি। গভর্নমেন্ট কলেজ লাহোরেও অনেক শিখ ছাত্রের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল। কাদিয়ানের আশেপাশে সব শিখরাই বসবাস করত। আমি আমার জীবনে কখনই কোন শিখ ভিক্ষাপ্রার্থীকে দেখিনি। আমি কখনও দেখিনি একজন শিখ অন্যদের সামনে হাত পেতে সাহায্য কামনা করছে যে আমাকেও কিছু খয়রাত দান করো। জানা যায়, হযরত গুরু বাবা নানক সাহেবের শিক্ষা আর সেই শিক্ষার এত সুগভীর প্রভাব তাদের উপরে পড়ে যে, এই সম্প্রদায় খুবই পরিশ্রমী এবং স্বহস্তে উপার্জিত পবিত্র কামাই তারা ভক্ষণ করে। জানি না এরা গরীবদের কতটুকু সাহায্য করে, কারণ সমস্যা হল এটাই যে তাদের মধ্যে গরীবরা আত্মগোপনে চলে গেছে, কেননা, আত্মসম্মানবোধ এবং স্বহস্তে উপার্জিত অর্থে দিন যাপনের ভাবনার কারণে হতে পারে শিখ সম্প্রদায় বুঝতেই পারে না যে, তাদের মধ্যে গরীব কতজন বা আদৌ কোন গরীব আছে কিনা। তাই আল্লাহ্ই উত্তম জানেন। তবে পৃথিবীর যেখানেই আমি সফর করেছি, সেখানে শিখ গুরুদ্বারগুলিতে অবশ্যই অন্যান্য গরীব দুঃখীদের জন্য খাবার বিতরণের ব্যবস্থাপনা থাকতে দেখেছি।

এখন আমি কেনিয়াতে গিয়েছিলাম, সেখানেও খুব বড় একটা গুরুদ্বার দেখেছি। সেখানে একেবারেই ছাড় ছিল যে নির্ধারিত সময়ে যে কোন ধর্মাবলম্বী, তা সে কৃষ্ণাঙ্গই হোক বা শেতাঙ্গ, যখনই সে আসবে তাকে এই লঙ্গরখানা থেকে রুটি অবশ্যই দেওয়া হবে। অতএব এগুলি হল সেই পবিত্র শিক্ষার পরিণাম। এর মহৎ ফল রয়েছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, বৃক্ষ তার ফলের দ্বারাই পরিচয় লাভ করে। তাই শুধু ধর্মীয় অনুশাসনের প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল সেই অনুশাসনকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে যে বাস্তবায়ন করে দেখায়, সুফল একমাত্র সে-ই লাভ করে। আর যদি কোন ধর্মের মান্যকারীরা সেই ধর্মের শিক্ষা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় সেক্ষেত্রে তারা কোন ফল লাভ করবে না। আর পরিশেষে সেই বৃক্ষটিও রুক্ষ হয়ে পড়বে।

আমি আপনাদের উপদেশ দিচ্ছি, যেভাবে আপনারা আন্তরিকতার সাথে এই শিক্ষাগুলি অনুসরণ করেছেন এবং তার প্রাপ্য সুফল ভোগ করে দুনিয়ার সম্মুখে তা তুলে ধরেছেন, একইরকমভাবে হযরত গুরু বাবা নানক সাহেবের অপরাপর শিক্ষাবলীকেও প্রসারিত বক্ষে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করুন। এরই মধ্যে আপনাদের স্থায়িত্ব এবং আপামর ভারতবাসীর কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যদি আপনারা হযরত গুরু বাবা নানক সাহেবের শিক্ষাবলীকে নিজ অন্তরে উজ্জীবিত রাখেন তবে আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি যে, এই অঞ্চল এবং এর বাইরের অঞ্চলগুলিতেও জীবনে আশার সঞ্চার জাগ্রত হবে, এবং এতেই জীবনের আসল রহস্য নিহিত।

এই বিষয়টিকে কুরআন করীমও বর্ণনা করেছে। আমি তা এজন্যই বলছি যে দেখুন চৌদ্দশত বছর পূর্বে পবিত্র কুরআনে এই বিষয়টির উল্লেখ ছিল। কিন্তু মুসলমানরা এটা বিস্মৃত হয়ে কেমন দুর্বিষহ জীবন স্বীকার করে নেয়। আমি করাচি বা লাহোরে যাই অথবা পাকিস্তানের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার গ্রামগুলিতে যাই না কেন, এমনকি ভারতবর্ষেও, সেখানে মুসলমান ভিক্ষুকদের দেখে খুবই মর্মাহত হই। আমি অবশ্যই তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করি। কিন্তু আমি বলি, দেখুন চৌদ্দশত বছর পূর্বে পবিত্র কুরআন বৈধ উপার্জনের প্রতি দৃষ্টি

আকর্ষণ করেছিল এবং স্বহস্তে উপার্জিত অন্নের উপদেশ প্রদান করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই জাতিটি উক্ত শিক্ষার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে। ফলে পুণ্যের ফল অর্জনে তারা বঞ্চিত হয়।

সুতরাং শিকড়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে কোন বৃক্ষ ফল দিতে পারে না, তাই গুরুত্ব সহকারে আপন আপন পবিত্র শিক্ষাবলীর সাথে আন্তরিকতার সম্পর্ক স্থাপন করুন। তখন দেখবেন শাখাগুলি কত মনোরম ফলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আর এই সুমিষ্ট ফলে অবশিষ্ট পৃথিবীও তখন উপকৃত হবে। কুরআন করীম বলে ঃ

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ○ وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ○ ثُمَّ يُجْزٰىهُ الْجَزَآءَ الْاَوْفٰى ○

*(আন্ নজম 53:40-42)*

(অনুবাদ : এবং এই যে, মানুষের জন্য কিছুই নেই কেবল এটা ব্যতীত যার জন্য সে চেষ্টা করে; এবং এই যে, তার প্রচেষ্টাকে অচিরেই প্রত্যক্ষ করা হবে, অতঃপর তাকে পূর্ণ মাত্রায় পুরস্কার প্রদান করা হবে।-অনুবাদক)

এটি একটি নিরন্তর বিধান যার মধ্যে আপনি কোনও পরিবর্তন দেখতে পাবেন না। অর্থাৎ মানুষ যেন সেই জিনিসই লাভ করে যা সে সহস্তে উপার্জন করে। তার অধিকার একমাত্র সেটার উপরই বর্তাবে যা সে স্বীয় পরিশ্রমের দ্বারা অর্জন করবে। এখানে سَعٰى (সাআ) শব্দটি দিয়ে শুধু কায়িক শ্রম নয় বরং প্রচেষ্টাকে বোঝান হয়েছে। সে প্রচেষ্টা বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে হোক কিংবা অন্য কোন রূপে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, মানুষের উচিৎ এই রহস্যকে বুঝে নেওয়া যে সে তার নিজের প্রচেষ্টায় যা অর্জন করে তা কেবল তারই। এবং খোদাতাআলা

প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তোমরা যদি প্রচেষ্টা করো তবে অবশ্যই তার পুরস্কার তোমরা লাভ করবে। ثُمَّ يُجْزٰهُ الْجَزَآءَ الْاَوْفٰى অতঃপর তাকে পুরস্কার দেওয়ার পর আরও বেশি তাকে পুরস্কৃত করবেন। অত্যধিক হারে পুরস্কার প্রদান করবেন।

সুতরাং কোন জাতির স্থায়িত্বের আসল রহস্য তার পরিশ্রম এবং আন্তরিক ভাবে বৈধ উপার্জন অন্বেষণের মধ্যে নিহিত। মুসলমানদের মধ্যে কত উত্তম শিক্ষা ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেদিকে মনোযোগ না দেওয়ায় আজ তারা কোথা হতে কোথা পৌঁছে গিয়েছে!

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) একদিকে যেমন সাদকা খয়রাতের শিক্ষা প্রদান করেছেন, অপরদিকে এও বলেছেন, اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى অর্থাৎ স্মরণ রেখো, উপরের হাত সর্বদা নীচের হাত অপেক্ষা উত্তম। (অর্থাৎ গ্রহণের হাত অপেক্ষা দানের হাত উত্তম- অনুবাদক)। আর এই শিক্ষার উপর তিনি (সা.) এতটাই জোর দিয়েছিলেন যে একবার এক সাহাবী কোন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তার হাত থেকে চাবুক পড়ে যায়। একটা শিশু সেটা দেখে দৌড়ে আসে এবং চাবুকটি তুলে দিতে উদ্যত হয়। শিশুটির সেটা তুলে দেওয়ার পূর্বেই ঐ সাহাবী স্বয়ং লাফিয়ে নীচে নামেন এবং চাবুকটি তুলে নেন। এটা দেখে শিশুটি বলে যে আপনি আবার কেন কষ্ট করতে গেলেন, আমি তো আসছিলাম। ঐ সাহাবী বললেন, 'আমার নেতা ও প্রভু (সা.) সর্বদা নিজের কাজ নিজের হাতেই করার উপদেশ প্রদান করেছেন। সেজন্য আমার পছন্দ হয় নি যে তুমি আমার পূর্বেই পৌঁছে আমার অনুরোধ ছাড়াই ওটা তুলে দাও।'

এই শিক্ষাই মানবজীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করতে

সক্ষম। এ ক্ষেত্রে কিছু মানুষ ভ্রান্ত জ্ঞান এবং ত্রুটিপূর্ণ সুফি মতবাদে আক্রান্ত হয়ে মনে করে যে পৃথিবীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে জনগণের রুজিরুটির ভরসায় থাকাই হল খোদাপ্রেমের লক্ষণ। এমনটা কখনই নয়। এক মুসলমান সাধকের ঘটনা আপনাদের শোনাব।

একবার তিনি তার পুত্রকে বাণিজ্যের জন্য পাঠিয়েছিলেন এবং ব্যবসার অনেক সামগ্রী তাকে দিয়েছিলেন। দলটি এসে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। জঙ্গলে যখন রাত হয়ে যায় তখন ছেলেটি এক অদ্ভূত দৃশ্য দেখে। সে দেখে যে একটা বাঘ এসেছে। একটা পশুকে শিকার করে সে টানতে টানতে ঝোপের অন্তরালে নিয়ে যায়। তারপর যতটা খেতে পারত খেয়ে বাকিটা ফেলে রেখে চলে যায়। এরপর হায়েনার মত একটা প্রাণী যার পিছনের পা দুটি অচল ছিল, হামাগুড়ি দিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হয় এবং বাঘের পরিত্যক্ত জন্তুটির মাংস খেয়ে নিজের পেটও ভরায়। যখন সে এ দৃশ্য দেখে তৎক্ষণাৎ সেখানেই তার লটবহর সহযাত্রীদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে খালি হাতে ফিরে গেল। তার পিতা যখন এভাবে তার খালি হাতে ফিরে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, তখন সে উত্তর দিল, 'খোদা রিযিক দানকারী। আমি স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করে এসেছি। প্রতিটা জীবই যখন তার তত্ত্বাবধানে থাকে তখন জাগতিক বিষয়-আশায় এর মোহে পড়ার কি দরকার'। ঐ বুযুর্গ উত্তর দিলেন, এ রহস্য আমিও জানতাম। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম যে তুমি সেই বাঘ হও যার পরিত্যক্ত হায়েনারা গ্রহণ করবে। সেই হায়েনার মতো হয়ো না যে বাঘের উচ্ছিষ্টের অপেক্ষায় পড়ে থাকে।

এটাই হল আদর্শ শিক্ষার ভারসাম্য। আল্লাহ্‌র কৃপায় শিখ সম্প্রদায় এটা উপলব্ধি করেছে আর আল্লাহ্ তাআলার অপার অনুগ্রহে জামা'ত আহ্‌মদীয়াও অত্যন্ত আন্তরিকভাবে উক্ত ইসলামী শিক্ষার উপর

প্রতিষ্ঠিত। অভাবীদের হৃদয়ে অভাবের তাড়না ফুটে ওঠার আগেই আমরা তাদের নিকট পৌঁছানোর আপ্রাণ চেষ্টা করি। আর যতদূর ব্যক্তিগত স্তরে দান-খয়রাতের প্রসঙ্গ, এর থেকেও অনেক বেশি জামা'ত তার নিজের পক্ষ থেকে চাহিদাগুলি পূরণ করে, আর প্রতিটা দরিদ্রকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে, যাতে নতশিরে দাতব্য গ্রহণকারী যেন না তৈরী হয় বরং এমন তৈরী হয়, যাতে নিজেরা স্বনির্ভর হয়ে অন্য অভাবীদের সেবা করার যোগ্যতা অর্জনকারী হয়ে ওঠে।

তাই আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ধন্যবাদ জামা'ত আহ্মদীয়া এ ব্যাপারে সর্বজনীন প্রয়াস করে চলেছে। আর আজ আমি এই জলসায় ঘোষণা করছি যে, জামা'ত আহ্মদীয়া ভারতবর্ষের গরীব অঞ্চলগুলির জন্য আমি একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এর মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ্ সেখানে শিল্পায়নের কাজ শুরু করা হবে। এই ধরণের শিল্প শুরু করা হবে, ব্যবসার এমন পদ্ধতি তাদের শেখানো হবে, যার ফলস্বরূপ দরিদ্র আহ্মদীরা সম্পূর্ণরূপে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে এবং উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে মানবজাতির সেবায় নিয়োজিত হতে সক্ষম হবে।

জামা'ত আহ্মদীয়া পবিত্র কুরআন থেকে আরও একটি শিক্ষা অর্জন করেছে, তারা দারিদ্রতার মধ্যেও ত্যাগ স্বীকার করে এবং দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থ হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের সর্বস্ব তারা অন্য মুখাপেক্ষী অভাবীদের দান করে থাকে। ঐশী উন্নতির এ এক অদ্ভুত দৃশ্য। আল্লাহ্ তাআলার দিকে অগ্রগামী হওয়া কোনও এক বিশেষ স্থানে পৌঁছে স্থিতিশীল হয়ে যাওয়ার নাম নয়। বরং একটি শিক্ষা লাভ করার পর সম্মুখে আরও একটি শীর্ষ গন্তব্যও প্রস্তুত থাকে। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার অশেষ অনুগ্রহে জামা'ত আহ্মদীয়া আজ এই মহান গন্তব্যের

দিকে ধাবমান। আর এরা আশাবাদী এসব মঙ্গলজনক কাজে সমস্ত মানবজাতি এদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে এগিয়ে চলুক।

হযরত গুরু বাবা নানক সাহেব বলেন ঃ

"পৃথিবীতে সবসময় অপরের সেবা করা উচিত। কেবলমাত্র নিষ্ঠাবান সেবকরাই পারে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে হাজির হতে। তাই সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে মন প্রাণ সমর্পণ করে মানবসেবায় নিয়োজিত থাকা উচিত।" *(শ্রীরাগ মহলা প্রথম, পৃঃ- 25,26)*

মহানবী (সা.) যেখানে আত্মসম্মানবোধ গড়ে তুলেছেন, সেখানে একই সাথে সেবা ও অভাবগ্রস্থদের চাহিদা পূরণের প্রতি এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন যে, যতদূর আমি ধর্মগুলির অধ্যয়ন করেছি, এত ব্যাপক আর জোরালো ভাবে মানবসেবার উপর গুরুত্বারোপকারী অন্য কোনও ধর্ম আমি দেখি না। আমি এটা কোন তুলনা টানার জন্য বলছি না, বরং এটা একটা নির্ভেজাল সত্য যেমনটা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম। যে ব্যক্তি মানবজাতির সেবা করতে আগ্রহী তার উচিত তার আপন ধর্মগ্রন্থ ছাড়াও পবিত্র কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করা। সে সেখানে তার অনেক প্রিয় ধন খুঁজে পাবে। মহানবী (সা.) অনেক মনোরম উপমা দিয়ে আমাদের সামনে খোদাতাআলা ও তাঁর বান্দার সম্পর্ক তুলে ধরেছেন।

একবার মহানবী (সা.) বলেন ঃ

"কেয়ামত দিবসে মহান আল্লাহ্ তাঁর এক বান্দার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করবেন। তিনি বলবেন, আমি তোমাকে পছন্দ করি না। সে বলবে, কেন। খোদা বলবেন, আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তোমার কাছে এসেছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে খেতে দাওনি। আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম,

কিন্তু তুমি আমাকে পান করাওনি। আমার পরনের পোশাক জীর্ণ ছিল এবং তুমি আমাকে পোশাক দাওনি। আমি আশ্রয়হীন অবস্থায় ছিলাম, কিন্তু তুমি আমার থাকার কোন ব্যবস্থা করোনি।

সে (বান্দা) আল্লাহ্‌র কাছে নিবেদন করবে, হে বিশ্ব জগতের প্রতিপালক! তোমার কি দরকার ছিল? তুমি কেন কোন জিনিসের মুখাপেক্ষী থাকবে? তুমিই সমস্ত জগতের প্রতিপালক, সবার অন্নদাতা, সবার পিপাসা নিবারণকারী, প্রত্যেকের বস্ত্র দানকারী, তুমিই সবার জন্য শান্তির আবাসস্থল নির্ধারণ করে থাক। তাহলে এ তুমি কেমন কথা বলছ? তখন আল্লাহ্‌ তাআলা বলবেন, দেখো! আমার অভাবী বান্দা যখন ক্ষুধার্থ ছিল তখন আমিও ক্ষুধার্থ ছিলাম। কিন্তু তুমি পেট ভরেছিলে আর গরীবের খালি পেটের পরোয়া করলে না, অর্থাৎ তুমি আমার কোনও ভ্রুক্ষেপ করোনি। যখন আমার গরীব বান্দা নগ্ন শরীরে ছিল, তখন তুমি তা ঢাকার ব্যবস্থা করোনি। অর্থাৎ আমি অনাবৃত ছিলাম, তুমি আমাকে ঢাকার চেষ্টা করোনি। যখন আমার অসহায় বান্দা পিপাসার্ত ছিল তখন তুমি তার তৃষ্ণা নিবারণ না করে আমাকেও পিপাসার্ত রেখেছিলে। যখন সে আশ্রয়হীন ছিল তুমি তার মাথা রাখার জায়গা দিতে চেষ্টা করোনি অর্থাৎ তুমি আমার জন্য কোন চেষ্টা করোনি।" *(মুসলিম, কিতাবুল বির্‌ ওয়াস্‌সিলা)*

সুতরাং এই হল খোদাতাআলার তাঁর গরীব বান্দাদের সাথে সম্পর্ক। এটাই ইসলামের শিক্ষা আর এই শিক্ষা অনুযায়ী যে ব্যক্তি খোদাতাআলার গরীব বান্দাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, মহান আল্লাহ্‌ও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।

তাই আমার প্রবন্ধের প্রথম অংশ ছিল এটাই যে, যারা মহান আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে দুঃখ দুর্দশায় নিপতিত করে এবং তাদের কষ্ট

দেয়, তারা কিছুতেই আল্লাহ্‌র হতে পারে না। আর দ্বিতীয় অংশ হল, যারা আল্লাহ্‌র বান্দাদের সেবায় নিয়োজিত থাকে না, তারা কখনই আল্লাহ্‌র ভালবাসা লাভ করতে পারে না।

হিন্দু ধর্মেও উপরোক্ত বিষয়ে একই শিক্ষা বিদ্যমান। আমি আপনাদের সামনে মাত্র দু-চারটি উদাহরণ রাখতে পারি। এটি ভগবদগীতার একটি উদ্ধৃতি ঃ

"হে অর্জুন! যে ব্যক্তি বৈষম্য ছাড়া পৃথিবীর সকল প্রাণীকে সমান জ্ঞান করে এবং তাদের সুখকে নিজের এবং তাদের দুঃখকে নিজের বলে মনে করে, সেই ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ ঋষি বলে গণ্য করা হয়।"

*(ভগবদগীতা অধ্যায় 6 শ্লোক 32)*

আবার ভগবদগীতা অধ্যায় ১২ শ্লোক ১৩ এ বর্ণিত আছে ঃ

"যে ব্যক্তি কারো সাথে শত্রুতা রাখে না, বন্ধুত্বপূর্ণ হয়, যে আনন্দ ও দুঃখকে সমান মনে করে, যে সকল প্রাণীর প্রতি সহানুভূতি ও ভালবাসা রাখে, সকলের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে, যে সর্বদা অহংকার ও আত্মকেন্দ্রিকতার উর্ধ্বে, ক্ষমাশীল, সর্বদা তৃপ্ত, ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞ, আত্মনিয়ন্ত্রিত, যিনি আমার সাথে অটলভাবে হৃদয় ও মন দিয়ে সংযুক্ত আছে, সেই ভক্ত আমার প্রিয়।"

*(ভগবদগীতা অধ্যায় 12 শ্লোক 13)*

হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেন যে মহানবী (সা.) বলেছেন ঃ

"কেয়ামত দিবসে তোমাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয়ভাজন এবং আমার সবচেয়ে নৈকট্য অর্জনকারী সেই সব ব্যক্তিরাই হবে যারা উন্নত চরিত্রের অধিকারী আর সবচেয়ে ঘৃণ্য হবে সেই সব লোকেরাই যারা অনর্থক উচ্চস্বরে কথা বলে এবং দাম্ভিকতার সাথে ঘোরাফেরা

করে।" *(তিরমিযি, কিতাবুল বির্ ওয়াস্সিলা, বাবু মা জা'আ ফি মাআলিল আখলাক, হাদীস নং 2018)*

এই বিষয়ে বহু দৃষ্টিনন্দন শিক্ষা আমরা ভগবদগীতা হতেও লাভ করি। একইরকমভাবে বেদেও আমরা অনেক পুত-পবিত্র শিক্ষার সমাহার দেখতে পাই। এসব দৃষ্টান্ত পাঠ করে মানব হৃদয় এই বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে যে আমাদের খোদা একই, এবং প্রতিটি ধর্মের শুরুতে সেই একই খোদার স্বরূপ মহাপুরুষদের উপর প্রকাশিত হয়ে এসেছে। আমরা যদি সেই শাশ্বত খোদার সাথে ভালবাসার সম্পর্ক বজায় রাখি, তাহলে আমাদের পরস্পরের প্রতি স্নেহের বন্ধনকে প্রশস্ত করা উচিত ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হযরত গুরু বাবা নানক সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"এতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না বাবা নানক একজন পুণ্যবান ও আল্লাহ্‌র মনোনীত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সেই সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাঁদেরকে খোদা নিজ প্রেম-সুধা পান করিয়ে থাকেন।"*(পয়গামে সুলেহ্, রূহানী খাযায়েন, 23তম খণ্ড, পৃঃ- 445, সংস্করণ 2008)*

তিনি (আ.) আরও বলেন ঃ

''جو دُور اِس سے اُس سے خدا دُور ہے''

"মহান খোদা তার থেকে দূরে অবস্থান করেন যে নিজেকে তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।" *(সতবচন, রূহানী খাযায়েন, 10ম খণ্ড, পৃঃ- 161)*

গুরু বাবা নানকের চোলার মধ্যে যে পঙক্তিগুলির উল্লেখ রয়েছে,

যে মহান খোদার ঐশী জ্যোতির বর্ণনা সেখানে বিদ্যমান, তা আমাদের বলে যে, এই বুযুর্গ থেকে, এমনকি তাঁর পোশাক থেকেও যে দূরে অবস্থান করে, খোদাতাআলা তার থেকে অনেক দূরে হয়ে যান। তিনি (আ.) আরও বলেন ঃ

"যদি তাঁর (অর্থাৎ হযরত গুরু বাবা নানক-এর) মহান ব্যক্তিত্ব ও তাঁর শিক্ষা থেকে কিছু মাত্র উপকার গ্রহণ করা হতো তবে আজ হিন্দু ও মুসলমান সকলে এক হতো। হায় আফসোস! একথা ভাবলেও আমার কান্না আসে যে, এরূপ মহান ব্যক্তি পৃথিবীতে এলেন এবং চলেও গেলেন, কিন্তু অজ্ঞ লোকেরা তার জ্যোতিঃ থেকে সামান্য আলোও লাভ করল না।" *(পয়গামে সুলেহ্, রূহানী খাযায়েন, 23তম খণ্ড, পৃঃ- 446, সংস্করণ 2008)*

চোলা সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন ঃ

یہی پاک چولہ ہے سکھّوں کا تاج
یہی کابلی مل کے گھر میں ہے آج

یہی ہے کہ نُوروں سے معمور ہے
جو دُور اِس سے اُس سے خدا دُور ہے

یہی جنم ساکھی میں مذکور ہے
جو انگد سے اِس وقت مشہور ہے

اِسی پر وہ آیات ہیں بینات
کہ جن سے ملے جاودانی حیات

یہ نانکؒ کو خلعت ملا سرفراز
خدا سے جو تھا دَرد کا چارہ ساز
اُسی سے وہ سب راز حق پاگیا
اُسی سے وہ حق کی طرف آگیا

(অনুবাদ : এই পবিত্র চোলা (অর্থাৎ লম্বা অঙরাখা- অনুবাদক) শিখদের মুকুটের মর্যাদা লাভ করেছে যা কবালি মলের গৃহে আজও বিদ্যমান। এটি ঐশী জ্যোতিতে পরিপূর্ণ; যে এটি থেকে দূরে থাকে, খোদা তার থেকে দূরে থাকেন। জনম-সাখীতে এ কথাই বর্ণিত, অঙ্গদ-এর মাধ্যমে সেটাই আজ সুপরিচিত। এর উপর সেই সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ শোভা পাচ্ছে, যা থেকে একজন অনন্ত জীবন লাভ করে। নানক (রহ.) মহান খোদার কাছ থেকে এই সম্মানজনক পোশাক লাভ করেছিলেন, যিনি ছিলেন তাঁর একমাত্র দু:খ-কষ্ট নিবারণকারী। এর মাধ্যমে তিনি সত্যের রহস্য উদ্ঘাটনে সফল হয়েছিলেন এবং এরই মাধ্যমে তিনি সত্যে উপনীত হয়েছিলেন। - অনুবাদক)

*(সতবচন, রূহানী খাযায়েন, 10ম খণ্ড, পৃঃ- 161)*

হযরত শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেছেন ঃ

"একবার আমি দিব্যদর্শনে শ্রীকৃষ্ণকে দেখি। তিনি কৃষ্ণ বর্ণের এবং টিকালো নাক ও প্রশস্ত কপালযুক্ত ছিলেন। কৃষ্ণজী উঠে আমার নাকের সাথে তাঁর নাক এবং তাঁর কপাল আমার কপালের সাথে একত্রে লাগিয়ে দিয়েছিলেন।" *(আল্ হাকাম, দ্বাদশ খণ্ড, সংখ্যা 17, 6 মার্চ 1908, পৃঃ-7 তাযকেরা পৃঃ- 381 এডিশন- 1969, প্রকাশস্থান- রাবওয়া)*

এই প্রসঙ্গে, আজ আপনাদের কাছে বিষয়টা বড় আশ্চর্যজনক মনে হবে যে এক ব্যক্তি যখন আলিঙ্গন করছে, তখন নাকের সাথে নাক এবং কপালের সাথে কপাল কেন স্পর্শ করবে। এই রহস্য আমার উপরও উন্মোচিত হত না যদি না আমি নিউজিল্যান্ড যেতাম। যখন আমি নিউজিল্যান্ডে গিয়েছিলাম, সেখানে একটি প্রাচীন জনজাতি বাস করে, যারা পরিচিত মানব সভ্যতার বিকাশেরও বহু পূর্ব হতে সেখানে বসবাস করে আসছে, এবং তারা তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে সংরক্ষিত রেখেছে। তাদের নেতা নিজের ভালবাসা ও আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশের জন্য আমাকে আলিঙ্গন করে এবং আমার নাকের সাথে নিজের নাক এবং কপালের সাথে স্বীয় কপাল স্পর্শ করে। তখন আমার কাছে দুটো জিনিস স্পষ্ট হয়ে যায়। একটি মাত্র (বিষয়) প্রকাশ হয়েছিল, কিন্তু ফলস্বরূপ, আরেকটি সুবিধাও পাওয়া গেল। এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিব্যদর্শনে হযরত কৃষ্ণকে দেখেছেন, তাই নিঃসন্দেহে এটা অবশ্যই সেই যুগের প্রথা ছিল, কারণ আমি (ঐ) প্রাচীন জাতিগুলির নাগরিক সভ্যতার একটি দৃশ্য স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছি, এবং দ্বিতীয়ত আমি এই রহস্যটি জানতে পেরেছিলাম যে, এসব স্থানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার ব্যাপারে অত্যন্ত জোরালো সাক্ষ্য বিদ্যমান, অন্যথায় একজন সাধারণ মানুষ যে নিজের থেকে কিছু সৃষ্টি করে, ভারতীয় সভ্যতায় মানুষ হলে এটা কল্পনাও করতে পারবে না যে দিব্যদর্শনে সে কোন মহাপুরুষকে প্রত্যক্ষ করবে আর আলিঙ্গন করার পরিবর্তে অথবা প্রণাম করতে না দিয়ে কিংবা নিজে প্রণাম না করে, নাকে নাক এবং কপালে কপাল স্পর্শ করবে। প্রকৃতপক্ষে, এটি এক ও অদ্বিতীয় খোদাতাআলা যিনি অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত, তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে প্রকাশ করেছিলেন যে, যে যুগে হযরত শ্রীকৃষ্ণ (আ.) বিরাজমান ছিলেন সে যুগের জাতিগুলির মাঝে

ভালবাসা ও তাদের একাত্মতা প্রকাশের জন্য এই রীতিই প্রচলিত ছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) পুনরায় বলেন ঃ

"আমার কাছে যা প্রকাশ করা হয়েছে তা হলো, রাজা শ্রীকৃষ্ণ সত্যিকার অর্থে এমন একজন পূর্ণ মানব ছিলেন যার দৃষ্টান্ত হিন্দুদের কোন ঋষি এবং অবতারের মাঝে পাওয়া যায় না। তিনি তাঁর যুগের অবতার বা নবী ছিলেন যার উপর খোদার পক্ষ থেকে রূহুল কুদুস নাযেল হয়েছিল। তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিজয়ী এবং সম্মানিত ছিলেন। তিনি আর্যাবর্তের জমিনকে পাপ থেকে পরিচ্ছন্ন করেছিলেন। তিনি স্বীয় যুগের সত্য নবী ছিলেন। তাঁর শিক্ষাকে পরে অনেক বিকৃত করা হয়েছে। তিনি খোদা-প্রেমে পূর্ণ ছিলেন। পুণ্যের প্রতি আসক্তি আর দুষ্কৃতির প্রতি শত্রুতা রাখতেন।"

*(লেকচার শিয়ালকোট, রূহানী খাযায়েন, 20তম খণ্ড, পৃষ্ঠা- 228, 229)*

মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-ও হযরত শ্রীকৃষ্ণের কথা উল্লেখ করেছেন। এটি উল্লেখ করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেছেন ঃ

"একবার মহানবী (সা.)-কে অন্যান্য দেশে আগত নবীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি (সা.) বলেন যে, প্রত্যেক দেশেই আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে নবীর আগমন হয়েছে, এবং বলেন ঃ

كَانَ فِي الْهِنْدِ نَبِيًّا اَسْوَدَ اللَّوْنِ اِسْمُهٗ كَاهِنًا

*(1. তারিখ ই হামদান দায়লমী, অধ্যায়- আল্ কাফ 2. দাস্তুরুল উলামায়ে আও জামেউল উলুমে ফি ইসতেলাহাতিল ফুনুন, তৃতীয় খন্ড, পৃ: - 81, লেখক- কাযি আবদুন নাবী বিন আবদুর রাসূলুল আহমদ নাগরী, প্রকাশক- দারুল কুতুব আল্ ইলমিয়া বেয়রুত, লেবানন, সংস্করণ- 2000)*

অর্থাৎ হিন্দ (ভারত)-এ এক নবীর আগমন হয়েছিল যিনি কৃষ্ণ বর্ণের ছিলেন এবং যার নাম ছিল কানাই অর্থাৎ কানহাইয়া, যাকে বলা হয় কৃষ্ণ ।" (চশমায়ে মারেফাত, *রূহানী খাযায়েন, 23তম খন্ড, পৃঃ 382)*

অতঃপর খোদাতাআলা কলিযুগের অবতার রূপে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব ঘটান এবং তাঁর উপর এই নতুন ঐশীবাণী অবতীর্ণ করেন ঃ

ہے رُدّر گوپال تیری استت گیتا میں لکھی ہے

*(তোহফা গোলড়বিয়া, রূহানী খাযায়েন 17তম খন্ড পৃঃ 315, তাযকেরা পৃঃ 311, সংস্করণ 2006,কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত)*

(অনুবাদ- "হে রুদ্র গোপাল, তোমার স্তুতি (অর্থাৎ মহিমা-কীর্তন) গীতায় লেখা আছে।"-অনুবাদক) আবার অন্য একটি জায়গায় উপরোক্ত ইলহামটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

ہے کرشن رُدّر گوپال تیری مہما گیتا میں لکھی گئی ہے

*(লেকচার শিয়ালকোট, রূহানী খাযায়েন ২০তম খণ্ড পৃঃ 229, তাযকেরা পৃষ্ঠা-312, সংস্করণ 2006, কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত)*

(অনুবাদ- "হে কৃষ্ণ-রুদ্র গোপাল ! তোমার মহিমা গীতাতে লেখা হয়েছে।" - অনুবাদক)

এখন আমি এই নিবন্ধটি শেষ পর্যায়ে নিয়ে এসে শেষ কয়েকটি কথা আপনাদের সামনে রাখতে চাইছি। এই সমস্ত তথ্যসূত্রের উদ্দেশ্য শুধু একটাই যে, আমি দেখছি ভারতভূমি নানা ধরণের নৈরাজ্যের এক সূতিকাগারে পরিণত হচ্ছে। এটাই আমার প্রথম মাতৃভূমি। এখানেই

আমার জন্ম। এখানেই আমি প্রথম চোখ খুলে তাকিয়েছি। এই ভূমির মৃত্তিকা থেকেই আমার অস্তিত্ব তৈরী করা হয়েছে। আর যদি কোন কারণে আমাকে এখান থেকে প্রবাসে চলে যেতেও হয়, তবুও এই সমগ্র ভূখন্ডের প্রতি আমার আন্তরিক ভালবাসা রয়েছে। তারপর কাদিয়ানের এই পুণ্যভূমির প্রতি অনন্ত ভালবাসা সে তো প্রত্যেক আহ্‌মদীই রাখে, যা কেয়ামত অবধি অব্যাহত থাকবে। এই সম্পর্কের কারণেই আমিও এই দেশকে ভালবাসি যেখানে কাদিয়ানের পবিত্র জনবসতি রয়েছে। তারপর আমার ধর্মও আমাকে এই শিক্ষা দিয়েছে, আর আপনাদের ধর্মও আপনাদেরকে এটাই শিখিয়েছে, সুতরাং একে অপরের প্রতি ভালবাসা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি করুন। যখনই আমি পৃথিবীতে অস্থিরতার লক্ষণাবলী দেখি, হৃদয় খুবই বিচলিত হয়ে ওঠে। বিশেষ করে যখন আমি ভারতবর্ষে অশান্তি দেখি বা পাকিস্তানে, যখন দেখি এখানে মানুষে মানুষে বিবাদ করছে, অথবা দেশগুলিকে একে অপরকে ঘৃণা করতে এবং পরস্পরের থেকে দূরে সরে যেতে দেখি, তখন আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে এবং প্রচন্ড ব্যাথা অনুভব করি আর ভবিষ্যত সম্পর্কে এমন বিপদাবলী প্রত্যক্ষ করি তা আপনারা যদি জানতেন পিত্ত পানি হয়ে উঠত! খুবই আশংকাজনক দিন আমাদের সামনে আসতে চলেছে। তাই আমি আপনাদের পবিত্র গ্রন্থগুলি থেকে আপনাদের উপদেশ প্রদান করছি এবং আমার পবিত্র গ্রন্থ থেকে আহ্‌মদী এবং আপামর মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এই উপদেশ দিচ্ছি যে শীঘ্রই একে অপরের সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করুন এবং বিদ্বেষকে চিরতরে বিদায় জানান। অন্যথায় এই পৃথিবীতে আপনারা পার্থিব কামনা বাসনায় মোহান্ধ হয়ে পড়বেন। এমন বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছে যার উল্লেখ আমি শুরুতেই করেছিলাম, এর ফলে পশ্চিমা শক্তিগুলি এক নব উদ্যম ও প্রত্যয় নিয়ে আর এমন এক দৃঢ় সংকল্পের সাথে পৃথিবীর উপর

নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করবে, যার থেকে মুক্তি পাওয়ার কল্পনাও করতে পারবে না দুর্বল দেশগুলি। যদিও এই ক্ষমতাগুলি সাধারণ জনগণের মেজাজকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত করতে পারে বা নাও পারে, কিন্তু পশ্চিমা রাজনীতি এভাবেই একটি রাজনীতি রূপে আবির্ভূত হচ্ছে এবং একই পথে হাঁটতে শুরু করেছে। কারণ দুর্ভাগ্যবশত, এই রাজনীতির লাগাম আজ আমেরিকার হাতে এবং আমেরিকা তার ঔদ্ধত্যের চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে, যার পর শুধুমাত্র অধ:পতন শুরু হয়ে যায়। কিন্তু সেই অসাধারণ পরিবর্তন পৃথিবীতে প্রকাশিত হওয়ার আগে আমাদেরকে অনেক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে, অনেক পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। আমরা যদি আমাদের দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা না করি, আর দরিদ্র জাতিগুলি যদি নিজেরা সম্মিলিত ভাবে নিজেদের বাঁচার উপায় নির্ধারণ না করে, তবে দিন দিন আমরা আরও দুর্বল ও শোচনীয় হয়ে পড়ব। এর ফলে, প্রত্যক্ষভাবে আমরা চিরকালের জন্য দাসত্বের শৃঙ্খলে অবরুদ্ধ হয়ে যাব, যার থেকে কারোর মুক্তিলাভ অসম্ভব। এমন শৃঙ্খলে বাঁধা হবে যেখান থেকে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ শুরু করার জন্য মহান আল্লাহ্‌র বিধান ছাড়া আর কোন পরিত্রাণ নেই, যেখান থেকে বিশ্ব আজ আপাতদৃষ্টিতে পশ্চাদপসরণ করেছে বলে মনে হচ্ছে। তবে আমি আপনাদের নিশ্চিত করতে পারি যে এটি মোটেও পিছু হটেনি, বরং রাশিয়ায় যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল এবং যে বিপ্লবে বার্লিন প্রাচীর ভেঙে পড়েছিল, তার পর বিশ্ব আজ যুদ্ধের আরও কাছাকাছি চলে এসেছে, এবং ভবিষ্যতের জন্য বিশ্বশান্তি আজ চরম সংকটাপন্ন অবস্থায় পৌঁছেছে। সেই কাদিয়ান থেকে, যেখান থেকে ইতিপূর্বে খোদাতাআলার মহান ব্যক্তিত্বরা বিশ্ববাসীকে সতর্ক করেছিলেন, আজ আমি আপনাদের সামনে সেই সতর্কবাণীর পুনরাবৃত্তি করছি, যা ছিল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সতর্কবাণী।

আত্ম সংশোধন করুন। অন্তরকে পবিত্র করুন। খোদাতাআলার (সন্তুষ্টিলাভের) জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করুন এবং মানব জাতিকে ভালবাসার শিক্ষা দিন। একে অপরকে ভালবাসার মাধ্যমে শান্তিতে সহাবস্থান করতে শিখুন। নয়ত আপনাদের সম্মানজনক জীবনের কোন নিশ্চয়তা দেওয়া যাবে না।

এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের দরিদ্র দেশগুলির বাজেটের একটা বড় অংশই দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে ব্যায়িত হচ্ছে। প্রতিরক্ষা কার বিরুদ্ধে? অন্য একটি দরিদ্র দেশের বিরুদ্ধে, এবং সেই দরিদ্র দেশটিও তার বাজেটের বেশিরভাগই নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত করছে। উভয়েই তারা পরস্পরের থেকে আতঙ্কিত। এহেন দুশ্চিন্তার মধ্যে নাগরিক সমাজ কিভাবে দিন যাপন করবে? যে দেশের জাতীয় সম্পদের সিংহভাগ ব্যয় হয় একে অপরের রক্ত চোষার সরঞ্জাম কিনতে, সেই জাতির দরিদ্র জনতাকে কে রক্ত দান করবে? তাই যখন যুদ্ধ বাঁধবে, তখন আবার গরীব আমজনতারই রক্ত পুনরায় যুদ্ধে নিক্ষিপ্ত হবে। এটি একটি সাধারণ বিষয়। এটি একটি প্রকাশ্য সমস্যা। আজকের জাতিগুলি কেন এটি বুঝতে পারছে না? কেন আজ রাষ্ট্রনায়কগণ বিষয়টি দেখছেন না?

তাই আমি আপনাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি। যদি এমনটা না করেন তাহলে খুবই বিপদসংকুল এবং ভয়াবহ দিন সামনে আসতে চলেছে। এর ব্যাখ্যায় যাওয়ার এখন সময় নেই। ইতিমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

আমি আমার কবিতার শেষ পঙক্তিটির আগে যে স্তবকটি পাঠ করেছিলাম তা যেন আমাদের উভয় সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে। এক শাশ্বত খোদার কাছে মাথা নত করার সর্বোত্তম ধ্বনি হল- **"ওয়াহে**

**গুরু, আল্লাহু আকবর।**" খোদা করুন যেন এ ধ্বনি শুধুমাত্র মৌখিক ধ্বনি না হয় বরং আমাদের হৃদয়কে চিরকাল এক খোদার প্রেম বন্ধনে সংযুক্ত রাখে। এখন আমি আপনাদের কাছে অনুমতি চাইব। সময় অনেক হয়ে গেছে। যাওয়ার আগে দোয়ার আবেদন জানিয়ে কিছু কথা আপনাদের সামনে রাখতে চাই।

জামা'ত আহ্‌মদীয়া বিশ্বের যে প্রান্তেই বসবাস করুক না কেন, কাদিয়ানের প্রতি হৃদয়ে তার একটা গভীর ভালবাসা বিদ্যমান। বিশেষ করে পাকিস্তানের বাসিন্দাদের মনে দীর্ঘদিন ধরে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, সম্ভবত ভারত সরকার বা কাদিয়ানের বাসিন্দারা তাদের কাদিয়ানের সফর পছন্দ করবেন না। আর এই উপলব্ধির ফলেই হোক বা হয়ত অন্য কোনও কারণে, জামা'তের কোন খলিফার পক্ষে দেশভাগের পর এখানে আসা সম্ভবপর হয়নি। যখন আমি আসার সংকল্প করলাম, অনেক দোয়া করলাম, অনেক ইস্তিখারাহ্ করালাম, সেই সাথে এত প্রবল ভাবে বিশ্বব্যাপী ঐশী নির্দেশনা এ দিকে ইঙ্গিত করতে থাকল যে আপনার কাদিয়ানে যাওয়া একেবারে ঐশী আকাঙ্খা ও ইচ্ছানুযায়ী হবে, এবং এর মধ্যে পুণ্য ও কল্যাণ নিহিত। সারা বিশ্বের মঙ্গল এরই সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে, এবং এর ফলে বিশ্ব জুড়ে পবিত্র পরিবর্তন সংঘটিত হবে।

আমি একটি পৃথক ফাইলে যে দিব্যদর্শনগুলি সংরক্ষিত রেখেছি, সেগুলি পাঠ করলে আপনারা বিস্মিত হবেন যে কিভাবে খোদাতাআলা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আহ্‌মদীদেরকে এই কল্যাণময় যাত্রা সম্পর্কে আশ্বস্ত করেছেন এবং তাদের বলেছেন যে এই সফর ঐশী পরিকল্পনা অনুযায়ী হবে এবং কল্যাণের কারণ হবে। এরই সাথে কিছু সংবাদ আমার মানসিক প্রশান্তির জন্য এমন সবিস্তার প্রদান করেছিলেন যে

আমার হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে আর আত্মা সেজদাবনত। অনেক সময় সামান্য সামান্য কথাতেও মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস তৈরী হয় যে খোদা আমাদেরকে অত্যন্ত ভালবাসার সাথে এবং গভীর দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করছেন, এবং আশ্বস্ত করতে চাইছেন যে আমি তোমার সাথে আছি, অগ্রসর হও আর তোমার জন্য নির্ধারিত অনুগ্রহরাজিকে অর্জন করো।

একবার লন্ডনে আমরা বসে গল্প করছিলাম যে বাচ্চারা সেখানে কিভাবে যাবে, আমার এক নাতি একটা সামরিক স্যুট পরে ছিল, খুবই ছোট ছিল সে, তার মন চাইছিল সে একটা সামরিক স্যুট পরে যেন ভারতে যায়। আর তার মা বলতেন যে এটা পাকিস্তানি মিলিটারির ড্রেস, জানি না তারা কি ভাববে যে কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে! আমি বললাম, দুই-আড়াই বছরের বাচ্চা, তারা আর কি ভাববে! তারা বুদ্ধিমান লোক, বিচক্ষণ মানুষ। ওকে ওর শখ পুরো করতে দাও। তার মতানৈক্য বাড়তে থাকায় আমি এ সিদ্ধান্ত নিলাম যে আহ্‌মদী যুবকদের আমি সামরিক পোশাকে থাকতে বেশি পছন্দ করি। অর্থাৎ কাদিয়ানে যাওয়ার জন্য সাধারণ পোশাকের তুলনায় সামরিক পোশাকই আমার বেশি পছন্দনীয়। নীচে যখন অফিসে গেলাম, তখন আমার সামনে ডাকে এই পত্রটি পড়েছিল যে, (জনৈক ব্যক্তি আমাকে লিখেছেন) 'আমি ইস্তিখারাহ্ করেছি, তখন আল্লাহ্ আমাকে এই দৃশ্যটি দেখালেন যে ভারতবর্ষের জলসায় যাওয়ার সময় আপনি মেয়েদের জন্য সাধারণ পোশাক এবং ছেলেদের জন্য সামরিক পোশাক পছন্দ করেন।' এখন বলুন কোন সে শক্তি ছিল যা দূরদেশের একজন আহমদীর সামনে এই দৃশ্য তুলে ধরেছিল? আর সময়টিও এতটাই নিখুঁত ছিল যে আমি উপর থেকে কথা বলে নীচে আসছিলাম আর এসে দেখি সামনে এই পত্রটি পড়ে আছে, এর মধ্যে সেই সব বিষয়ের

উল্লেখ রয়েছে যেসব কথা এতক্ষণ আমাদের মধ্যে হচ্ছিল। এইভাবে খোদাতাআলা খুবই উত্তমরূপে আমাকে উৎসাহিত করেছেন, এবং আশ্বস্ত করেছেন যে, ঐশী নিয়তিই আমাকে ওখানে নিয়ে যাচ্ছে।

এবার আরেকটি ঘটনা শুনুন। সেখানে আমাদের এক বন্ধু উসমান চীনি সাহেব থাকেন। যিনি চীনা ভাষায় কুরআন করীম এর অনুবাদ করেছেন। আমার শৈশবের সহপাঠিও। খুবই পুণ্যবান ও দোয়াকারী একজন ধার্মিক ব্যক্তিত্ব। তাঁকেও আমি ইস্তিখারাহ্'র জন্য লিখেছিলাম। অদ্ভুত তাঁর উত্তর আসে। তিনি লেখেন, 'আমি স্বপ্নে দেখি আপনার সাথে পরিবারের প্রায় বারো-চৌদ্দ জন সদস্য রয়েছেন, আর যে বাড়িতে আপনি থাকছেন সেখান থেকে দুটো ঘর খালি করা উচিত হবে কিনা, তাও বিবেচনা করা হচ্ছে। তখন আমি বলি, যেহেতু পরিবারের সদস্য অনেক তাই দুটো ঘর খালি রাখাটাই উত্তম।' তাঁর এ স্বপ্ন বৃত্তান্ত আমার কাছে পৌঁছায়। ওদিকে কাদিয়ান থেকে এ সংবাদ আসে- "আপনার বাড়িতে অর্থাৎ 'উম্মে তাহের'-এর বাড়িতে যেখানে আপনাকে রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে সেখানে দু'টি দরবেশ পরিবার এখনও বসবাস করছে। আমরা তাদের সেখান থেকে অন্যত্র কোথাও স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যাতে আপনাকে সম্পূর্ণ সুবিধা প্রদান করা যায়।" আমি তাদের লিখেছিলাম আর লেখার অব্যহতি পরেই স্বপ্ন সম্বলিত এই পত্রটি আমি পাই। সবেমাত্র আমি তাদের উত্তর লিখছিলাম যে, আপনাদের এভাবে দু'জন দরবেশকে কষ্ট দেওয়া আমার পছন্দ নয়, যতক্ষণ না আপনারা এ নিশ্চয়তা দিতে পারেন যে তাঁরা উভয়েই আন্তরিক সদিচ্ছায় এবং কোন রকম অসন্তুষ্টি প্রকাশ না করে নিজেরাই এ বাড়িটি খালি করে দিতে ইচ্ছুক হয়েছেন, ততক্ষণ অবধি তাঁদেরকে যেন অন্যত্র না সরানো হয়। যখন আমার এ পত্র লেখানো হয়ে যায় তখন উসমান চীনি সাহেবের ঐ পত্রটি আমার সামনে ছিল।

এবার আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে খোদার অদৃষ্ট আমায় জানাচ্ছে যে, তোমার সিদ্ধান্তও সঠিক, কিন্তু সেটাই হবে যা আমি চাইব। অত:পর তাদের পক্ষ থেকে একটি ফ্যাক্স এলো যে, উভয় দরবেশই অত্যন্ত ভালবাসা ও উৎসাহের সাথে বলেছেন, 'আমাদের কোনও সমস্যা নেই, হয়ত অন্য বাড়িটিই বেশি বরকতপূর্ণ সাব্যস্ত হবে আমাদের জন্য, তাই আমাদের অন্যত্র স্থানান্তর করে দিন।' যতদূর বারো ও চৌদ্দজনের সম্পর্ক, সেক্ষেত্রে আমার সন্তান আর তাদের সন্তানরা একসাথে বারোজন আমার সাথে এসেছে, আর জামা'তের প্রতিনিধিত্বে আমি আর আমার স্ত্রী, মোট চৌদ্দজন হল। যেহেতু আমি এই বিভাজন করেছিলাম যে, জামা'তের প্রতিনিধি হিসেবে কেবল আমরা দু'জন যাব, আর বাকিদের ব্যক্তিগত ভাবে আমি সাথে নিয়ে যাব। একারণেই আল্লাহ্ তাআলাও দিব্যদর্শনে তাদেরকে একই বিভাজনের সাথে প্রত্যক্ষ করালেন যে সেখানে বারো অথবা চৌদ্দজনের কাছাকাছি লোক আছে এবং তাদের জন্য অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত জায়গার দরকার। তাহলে দেখুন, যদি খোদাতাআলার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক না থাকে আর খোদা যদি আমাদের প্রতি স্নেহের দৃষ্টি না রাখেন, তাহলে কেন তিনি আমাদের বিষয়ে এত সূক্ষ্মদৃষ্টির সাথে আগ্রহ পোষণ করছেন, আর কেনই বা তিনি ভবিষ্যতের খবর সময়ের পূর্বেই আমাদের অবগত করছেন?

আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, প্রায় একশ বছর পূর্বে এই কাদিয়ান জনপদ থেকে খোদার সাথে সংযোগের এই ধারা শুরু হয়েছিল। এটি সেই জনপদ যার কাছে আমরা চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব, কারণ এই পল্লীটির মাধ্যমেই আমরা মক্কা ও মদীনার সাথে পরিচিত হয়েছি, এবং এরই মাধ্যমে আমাদের চৌদ্দশত বছরের ব্যবধান অতিক্রমণ সম্ভব হয়েছে। সর্বোপরি, আখিরীন (পরবর্তীতে আগত)

হওয়া সত্ত্বেও আমরা অগ্রগামীদের সাথে মিলিত হয়েছি। এ জন্য এই জনপদটির প্রতি কৃতজ্ঞতা চিরকাল আমাদের হৃদয়ে বিরাজমান থাকবে। কিন্তু শুধু কৃতজ্ঞতার প্রশ্ন নয়, আমরা তার ভালবাসার মায়াজালে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছি, এবং কাদিয়ানের প্রতি এই সীমাহীন ভালবাসা ও উদ্দীপনা স্বভাবতই প্রতিটি আহমদী বিশ্বের যে প্রান্তেই থাকুক না কেন তার হৃদয়ে পাওয়া যায়।

আমি যখন এখানে আসছিলাম, আমারও একই অবস্থা ছিল, আর আমার সন্তানদেরও। আমাদের মনে হচ্ছিল আমরা স্বপ্ন দেখছি। জানতাম না আমাদের স্বপ্নের কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে কিনা। পরিস্থিতি একেবারে অবিশ্বাস্য ছিল। কিন্তু একটা স্বপ্নময় অবস্থার মধ্যে আমরা সময় কাটিয়েছি। যখন এখানে এসে পৌঁছলাম, অনুভব করলাম স্বপ্নের ব্যাখ্যা যেন স্বপ্নদর্শনেরই মতো। আমি এখানে যতটা সময় কাটিয়েছি, এবং আমার কয়েকজন সফরসঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলে তাদেরও একই অবস্থা ছিল যে, স্বপ্নের ব্যাখ্যার পরিবর্তে তারা তাদের সামনে কেবল স্বপ্ন দেখেছিল। যে সময়টা এখানে ছিল, তারা একটা স্বপ্নঘোরে কাটিয়েছে। এখন দিন ঘনিয়ে আসছে যখন এই স্বপ্নগুলিও স্বপ্নে পরিণত হতে চলেছে! যখন আমি বিদায়ের কথা চিন্তা করি মন একেবারে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। এই জনপদটি আমার এতটাই প্রিয়, এতটাই প্রিয়, এতটাই প্রিয় যে মনে হয় যেন আমি এই মাটিতে চলাফেরা করে, এরই বাতাসে শ্বাস গ্রহণ করে, এরই পথেঘাটে ঘুরে বেড়িয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং তাঁর স্নেহধন্যদের স্মরণে সারা জীবন এখানে কাটিয়ে দিই। একই অবস্থা আপনাদের সকলেরও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিদায় তো আমাদের নিতেই হবে। তবে আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে কাদিয়ানের এই সফর প্রথম ঠিকই, তবে শেষ সফর নয়।

খোদাতাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে সুস্পষ্ট ঐশীবাণীর মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে অবগত করেছেন, যা থেকে বোঝা যায় যে, শান্তির পরিস্থিতিতে আমাদের কাদিয়ানে চলে যেতে হবে। আর এমনটা এক বার হবে না। দুই-দুই, তিন-তিন, চার-চার বার সংঘটিত হবে। এবং পরিশেষে, খোদাতাআলা যুগের অবস্থা এভাবে পরিবর্তন করবেন যে, এই দেশ এবং এর অধিবাসীরা সারা জীবনের জন্য আমাদেরকে তাদের দেশের বাসিন্দা হিসাবে গ্রহণ করবে এবং পরম ভালবাসার সাথে তারা আমাদের এখানে এসে থাকার আমন্ত্রণ জানাবে। আমি আমার যাত্রাকালে এর কিছু নিদর্শন দেখেছি। ঘটনাক্রমে, একবার আমরা যখন দারুল আনোয়ার সফর থেকে ফিরে আসছিলাম, তখন একজন বিশিষ্ট শিখ ও তার স্ত্রী তাদের কোঠির দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি তাদের সালাম জানাই। তারাও সালাম জানায়, আর কাছে এসে বলে - আমি এই অনুরোধ করব বলে দাঁড়িয়ে আছি যে, এবার যখন আসবেন আর ফিরে যাবেন না। আপনাকে আমাদের খুব প্রয়োজন। এখানে চিরকাল আমাদের সাথে থাকুন।

মনে রাখবেন, ভালবাসার এই অনুভূতিগুলি যেভাবে তাদের উত্তম চরিত্রের এবং তাদের মানবিক মূল্যবোধের সাক্ষ্য বহন করছে, একইভাবে কাদিয়ানের দরবেশদের পক্ষেও একটি বড় সাক্ষ্য রয়েছে যে, এই লোকেরা অত্যন্ত ধৈর্য এবং পরম ভালোবাসার সাথে তাদের দিনগুলি এখানে অতিবাহিত করেছিলেন। অত্যন্ত উচ্চ নৈতিকতা সমুন্নত দিনযাপন করেছিলেন। তারা তাদের পুণ্য কর্মের দ্বারা এবং সদাচারী জীবন যাপনের মাধ্যমে দূরে অবস্থানকারীদের কাছে নিয়ে আসেন এবং তাদের অন্তর থেকে যাবতীয় বিভ্রান্তি ও সন্দেহের নিরসন করেন। সুতরাং, এরা সেই দরবেশ যাদের আত্মত্যাগ ও সদাচরণ

আমাদের পথকে মসৃণ করেছে। আজও আপনাদের দোয়ায় তাঁদের স্মরণ করুন। ফিরে আসার সময়ও দোয়ায় তাঁদেরকে স্মরণ রাখবেন। সেই সাথে খোদাতাআলার এই প্রত্যাদেশ-বাণীর উপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখুন এবং এই বিশ্বাস নিয়ে বিদায় হোন যে, খোদা আবারও আপনাকে এখানে নিয়ে আসবেন। খোদা করুন যেন আমিও আবার আপনাদের সাথে আসতে পারি। খোদা আমাদের বারবার এখানে আসার তৌফিক দিন এবং বারবার এই জলসার দৃশ্য আরও প্রশস্ত ও প্রসারিত হয়ে উঠুক। পাকিস্তানে আমাদের দেখা সর্বশেষ জলসাটি ছিল আড়াই লক্ষ সমাগমের, খোদা করুন যেন এমন দিন আসে যখন আমরা কাদিয়ানে দশ-দশ লক্ষ, কুড়ি-কুড়ি লক্ষ জনসমাগমের জলসা উদযাপন করতে সক্ষম হই। খোদা করুন যেন এমনই হয়।

আহ্‌মদীয়াতের জলসা কোন জাগতিক সভা-সমাবেশ নয়, আহ্‌মদীয়াতের জলসা মানবতার স্থায়ীত্বের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট বার্তা বহন করে। মানবতার পুনরুজ্জীবন এবং দুঃখ-দ্বন্দ্বে জর্জরিত মানবতাকে বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণ দিতে কাদিয়ানের জলসা একটা আদর্শ। এখানে সমস্ত জাতিকে আন্তরিক ভালবাসার সাথে একত্রিত হতে দেখা যায়। এখানে, ব্রিটিশ আহমদী মুসলিম হোক বা আমেরিকান আহ্‌মদী মুসলিম কিংবা জার্মান আহমদী মুসলিম হোক অথবা ভারতীয় আহ্‌মদী মুসলিম- তারা তাদের অভ্যন্তরীণ যাবতীয় ভিন্নতা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে প্রত্যক্ষ করে। তাই, সত্যিই যদি বিশ্বে জাতিসংঘের ভিত্তি স্থাপন করতে হয়, তবে আমি খোদার শপথ করে বলছি, এই সেই পুণ্যভূমি যেখানে ভবিষ্যতে জাতিসংঘের ভিত্তি রচনা করা হবে।

আপনার দোয়ায় সেইসব পুণ্যাত্মাদের স্মরণ রাখবেন যারা আমাদের সঙ্গে সদয় আচরণ করেছেন, এবং ভারত সরকারকেও

অবশ্যই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা উচিত, কারণ মহানবী (সা.) আমাদের শিখিয়েছেন, যে খোদার বান্দাদের ধন্যবাদ জানায় না সে খোদাতাআলারও প্রতি অকৃতজ্ঞ থাকে। অর্থাৎ খোদা তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন না। এই সরকার আমাদের সাথে খুবই সদয় আচরণ করেছে- পঞ্জাব সরকারও এবং ভারত সরকারও।

সুতরাং, আমরা সমগ্র মানবজাতিকে আমাদের দোয়ায় স্মরণ করব। আমরা আমাদের প্রতিবেশী অমুসলিমদেরও স্মরণ করব যারা খুবই মানবিক আচরণ করেছে আমাদের সঙ্গে। কাদিয়ানবাসীদেরকেও আমরা আমাদের দোয়াতে স্মরণ রাখব। পাকিস্তানের বঞ্চিতদেরও আমরা স্মরণ করব। এমন একটি দেশের জন্য দোয়া করব যেখানে নাগরিক স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে, যেখানকার রাজনীতি ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে, যেখানে প্রবেশ করা আদৌ তাদের জন্য শোভনীয় ছিল না, যেখানে খোদাকে স্মরণ করার উপর প্রতিবন্ধকতা লাগানো হয়েছে, তাওহীদের কলেমা পাঠে প্রতিরোধ সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব আমরা সেই সব অত্যাচারীদের জন্যও দোয়া করব, কারণ, তারা আমাদের ভাই। আল্লাহ্ তাআলা তাদের এই অত্যাচারী হাতকে নিবৃত্ত করুন। এবং পরিশেষে, আমি 'আসীরানে রাহে মাওলা' (আল্লাহ্‌র পথে বন্দী)-দের জন্যও দোয়া করার অনুরোধ করছি। তারা দীর্ঘদিন ধরে কষ্ট ভোগ করছেন। তাদের এই ঘোষণা ছাড়া আর কোন অপরাধ নেই যে, **'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রসূলুল্লাহ্'** অর্থাৎ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ এক, এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত রসূল।' এই অপরাধে কারাগারের অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করেছেন এমন হাজার হাজার। আবার সেখানে নিরাপরাধ এমনও অনেক নিরীহ মানুষ

রয়েছেন যাদেরকে ফাঁসির মঞ্চে ঝোলানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঐশী নিয়তি অত্যাচারীদের হাত থেকে সে রজ্জু ছিনিয়ে নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তারা কারাগারের অন্ধকারে দুর্বিষহ জীবন কাটাচ্ছেন। বিশেষ করে আপনার দোয়ায় তাদের মনে রাখবেন। খোদা বিশেষভাবে উভয় দেশে এমন একটি পরিবর্তন সৃষ্টি করুন, যাতে মানবতা চিরকালের জন্য মনুষ্য অত্যাচার থেকে মুক্তি পায়। আসুন এখন আমরা সমবেত দোয়াতে অংশগ্রহণ করি।

এবার আমি আজ্ঞা চাইব। "মুবারক সৌ মুবারক"- হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ তাআলার বলা এ কথা প্রমাণ করে যে, সামনে এমন দিন আসতে চলেছে যখন জামা'ত আহ্মদীয়ার সকল নিষ্ঠাবান অনুসারীরা একে অপরকে এই কথায় অভিনন্দন জানাবে–

**"মুবারক সৌ মুবারক"**

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আল্লাহ্ তাআলা আমাদের এ সুযোগ দিয়েছেন, জামা'তের শতবার্ষিকী পূর্ণতার সন্ধিক্ষণে আমরা একে অপরকে 'মুবারক সৌ মুবারক' এই ভাষাতেই অভিনন্দন জানালাম। আজ এই জলসা সালানারও শতবর্ষের ইতিহাস পূর্ণ হচ্ছে। আজ আমি আপনাদের সকলকে এই ভাষাতেই অভিবাদন জানাতে চাই- 'মুবারক সৌ মুবারক'। আল্লাহ্ যদি নিয়ে আসেন তাহলে আবার আমাদের দেখা হবে।

**আস্সালামো আলাইকুম ওয়া রহ্মাতুল্লাহ্**

(আপনাদের উপর শান্তি ও আল্লাহ্র আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।)

...*...*...*...